নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

আমাদের শিক্ষাঙ্গন
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ০১ ফাল্গুন – ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি – ২০ ফেব্রুয়ারি , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 16, 14 February - 20 February 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্য বাজেট ও রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা সেই

ধর্ম বিতর্কের রূপ নিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। ভোটের আগে এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন শাসক ও বিরোধী প্রতিনিধিরা। ব্রাত্য রয়ে গেল সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা।

রবিবার : কমিশনের কাছে এ রাজ্যের সিইও–র আর্জি, আরও

৭ দিন বাড়ানো হোক শুনানীতে। এসআইআরের কাজে এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে বাংলার এই ওয়ার্ক কালচারের কথাই লেখা থাকবে।

সোমবার : একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মুম্বাইয়ে আরএসএস

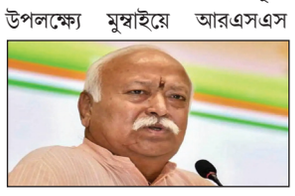

আয়োজিত দুদিনের এক আলোচনা সভায় সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত জানান, সংঘ প্রধান ব্রাহ্মণই হতে হবে তা তিনি মানেন না। তফশিলী বা জনজাতি থেকে হবে কিনা তা নিয়োগ কর্তাদের ঠিক করতে হবে।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর–এর মেয়াদ আরও ৭

দিন বাড়িয়ে দিল সুপ্রীম কোর্ট। সঙ্গে এসআইআর চলাকালীন আইন শৃঙ্খলা সামলাতে না পারায় শোকজ করা হয়েছে এ রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে। এসআইআর–এর পথে কোনো বাধা সহ্য করবে না আদালত।

বুধবার : সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া বাড়তি মেয়াদের পর ১৪ ফেব্রুয়ারীর

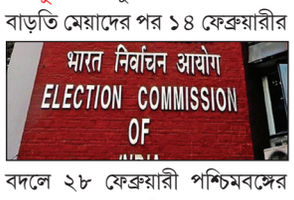

বদলে ২৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সেই মত ডিইও এবং ইআরওদের এস আইআর–এর সব কাজ শেষ করতে বলেছে কমিশন।

বৃহস্পতিবার: ১৫০ বছর পূর্তিকে সম্মান জানিয়ে বন্দে মাতরম

গাইবার সরকারি নির্দেশ জারি করলো কেন্দ্রীয় সরকার। জানানো হয়েছে ভারতে জাতীয় সঙ্গীত গাইবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে হবে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডের বন্দে মাতরম। বিদ্যালয়ের শুরুতে গাইতে হবে এই জাতীয় গান। তবে প্রেক্ষাগৃহে বাধ্যতামূলক নয়।

শুক্রবার: এক প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে শেরপুর–৩ আসনে ভোট

স্থগিত রেখে বাকি ২৯৯টি আসনে নির্বাচন হল বাংলাদেশে। অনুষ্ঠিত হল জুলাই সনদের গণভোটও। শুরু হয়েছে গণনা। প্রাথমিক ফলে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। গণভোটে এগিয়ে ইউনুসের প্রশাসনিক সংস্কার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

তারেকের নতুন ইনিংসে ভারত বিদ্বেষ কমবে কি

ওঙ্কার মিত্র

না, আর কোনো সংশয় নেই। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে ২০৫ আসনের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন খালেদা পুত্র ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ১৭ বছর পর গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরেই

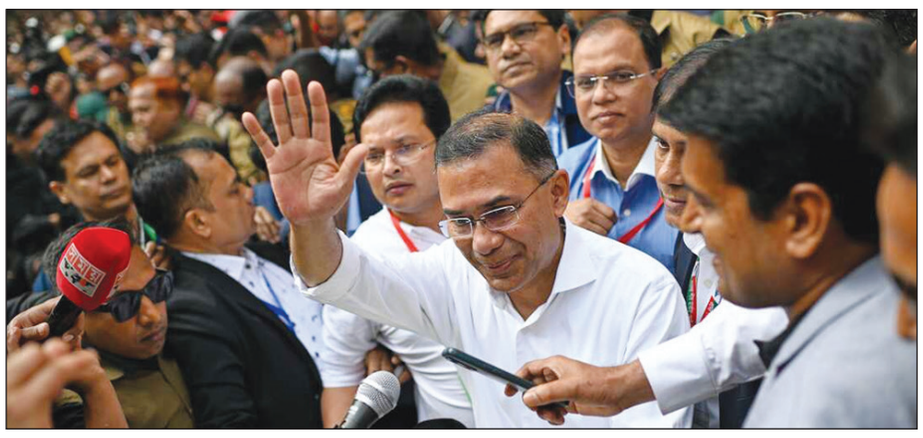

তিনি হিরো হয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে অভিনন্দন বার্তা আসতে শুরু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফও। ১৪ মাসের ভয়াবহ ইউনুস শাসন কাটিয়ে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পথে ফিরলেও ভারতের বিরুদ্ধে এই কয়েক মাসে সেখানে যে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়েছে তা তারেক জমানায় কাটবে কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। কারণ নির্বাচনে জামাত কম ৭১ টি আসন পেলেও নিজেদের অস্তিত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রাক্তন মিত্র জাতীয় পার্টি ১৯৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১টি আসনেও জিততে পারেনি। আবার গণভোটে স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনুসের প্রশাসনিক সংস্কারগুলি। অর্থাৎ শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগকে যে এখন বাংলাদেশি জনগন সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে তা এই নির্বাচনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে হাসিনার বন্ধু বলে পরিচিত ভারতও এখন বাংলাদেশিদের চক্ষুশূল।

গণ অভ্যুত্থাণের বেশ কিছু দিন আগে থেকে বাংলাদেশ ঘুরে আসা আলিপুর বার্তার প্রতিনিধিরাও কিন্তু আঁচ করতে পারছিলেন বাংলাদেশিদের এই পরিবর্তন। ক্রমশ বদলে যাচ্ছিলো ভাষা, সংস্কৃতি, কথাবার্তার ধরণ। ভাষা আন্দোলনের গরিমা, বাঙালি সংস্কৃতির জায়গা নিচ্ছিলো ধর্ম বিদ্বেষ। ফিকে হয়ে যাচ্ছিলো ভারতের বন্ধুতা। এটা হাসিনার ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতা নাকি তাকে উপেক্ষা করা তা আজ গবেষণার বিষয়। তবে হাসিনার উপর যে তাঁর জনগন আস্থা হারাচ্ছিল তা পরিষ্কার।

এরপর দুয়ের পাতায়

নানা ভোট প্রশ্নে উত্তাল বাংলার মন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি ফেব্রুয়ারি মাস নিয়ে বাংলায় এখন কৌতুহলের শেষ নেই। মানুষের মন প্রতিনিয়ত খুঁজছে নানা প্রশ্নের উত্তর। প্রথমত, নির্বাচন কমিশন ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ঘোষণা করলেও এসআইআর নিয়ে যে অব্যবস্থা চলছে তাতে সকলেই জানতে চায় এই দিনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যাবে তো? দ্বিতীয়ত, শেষমেষ কত ভুয়ো ভোটার বাদ পড়তে চলেছে, তা নিয়েও নিম্ন থেকে উচ্চ মহলে জল্পনার শেষ নেই। তৃতীয়ত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন কবে ঘোষণা হতে পারে এবং কত দফায় ভোট হবে তাও জানতে বাঙালির মন আনচান করছে। এসআইআর পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যে রাজনৈতিক চাপান–উতোরও শুরু হয়েছিল। শাসক দল কিছুতেই এসআইআরকে সমর্থন করেনি। এমনকি এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর বন্ধ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে নিজেই শুনানি করেছেন। এখন আবার তারাই এসআইআর–এর দিন বাড়ানোর দাবিতে সোচ্চার। সুপ্রীম কোর্ট ৭ দিন অতিরিক্ত সময় ধার্য করলেও জাতীয় নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে কোনও বেচাল বরদাস্ত করা হবে না। এসআইআর সম্পন্ন করতেই হবে এবং তারপরেই নির্বাচন ঘোষণা করা হবে। প্রথমত, ঠিক ছিল যে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে। কিন্তু কর্মীর অভাবে সেই কাজ ঠিক সময়ে শেষ না হওয়ায় এখনো পর্যন্ত কমিশন সূত্রে যা জানা যাচ্ছে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমদিকে সেভাবে কর্মী দিয়ে সহযোগিতা করেনি। যার ফলে শুনানিতে প্রচুর মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়। শেষের দিকে রাজ্য সরকার ৮৫০০ জন কর্মী দিলেও সেই তালিকা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সে বিতর্ক মিটবার আগেই হয়তো এসআইআর পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

এবার প্রশ্ন হল যে অনেকেই আশা করেছিলেন ভুয়ো ভোটার এবং মৃত ভোটার বাদ দিলে এ রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, এসআইআর পর্ব চলাকালীনই প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছে। শুনানিতে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হননি। অর্থাৎ এমনিতেই ৬৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আরো যে সমস্ত তথ্য সামনে আসছে তাতে অনুমান করা যায় ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। এমন কিছু তথ্য সামনে এসেছে তা দেখে নির্বাচন কমিশনও হতভম্ব। যেমন মেটিয়াবুরুজের মনোয়ারা বিবি নামে এক মহিলার ১০টি বাচ্চা আছে যাদের জন্ম নাকি ১ বছর থেকে ৬ মাসের মধ্যে। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে এমন কিছু তথ্য উঠে এসেছে যা নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে ভাবাচ্ছে। এবার মানুষের মনে প্রশ্ন হল, ভোট কবে ঘোষণা করা হবে এবং কত দফায় হবে? সম্প্রতি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ আগরওয়াল দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে মিটিং করে কলকাতায় ফিরেছেন। রাজ্য কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে তারা জানিয়েছিল রাজ্যে যদি ২৯৪টা আসনের জন্য একদিনে ভোট হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

নাগরিকত্ব অর্জনই একমাত্র পথ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

এস আই আর নিয়ে ধন্দ কাটছে না মতুয়া ও উদ্বাস্তু হিন্দু সনাতনীমহলে। এ প্রসঙ্গে সর্ব্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'যাদের আনম্যাপিং করা হয়েছে ভোট তো বাদ যাওয়ারই সম্ভাবনা। ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা অনেকটাই। বাবা–মায়ের সঙ্গে লিঙ্ক নেই, পরিবারের কোনও ট্রেস নেই, বাদ পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। যদি এর নির্বাচন কমিশন অন্য কোনও পন্থা বা ব্যবস্থা না করে, তাহলে এমন আশঙ্কাটা থাকছেই। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের একটা দাবি হল, যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছেন, বিশেষ হিন্দু যারা ২০১৪ সালের আগে বা ২০১৪ সাল পর্যন্ত এসেছেন তাদের তো সিএএ–র মাধ্যমে এখানকার নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে। যদি তা দেওয়া হয় তাহলে সেই সমস্ত নাম বাদ যাবে না। এসসি শংসাপত্র যখন চালু করা হয়, তখন যেভাবে শনাক্তকরণ করা হয়েছিল সেভাবে সিএএ করার ক্ষেত্রে শনাক্তকরণ করা হলে অনেকেরই সুবিধা হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

মৌসুনির একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের প্রত্যন্ত মৌসুনি দ্বীপের বাগডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কার্যত অবহেলার শিকার হয়ে পড়েছে। দ্বীপের হাজার হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বর্তমানে ন্যূনতম পরিষেবাতেই সীমাবদ্ধ। অভিযোগ, মাত্র ৩ জন নার্স ও ১জন ফার্মাসিস্টের উপর নির্ভর করেই

কোনওরকমে চালানো হচ্ছে কেন্দ্রটি। তাও আবার সারা দিনে মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে নার্সদেরই। ফলে সাধারণ জ্বর–সর্দি থেকে শুরু করে জরুরি পরিস্থিতি—সব ক্ষেত্রেই চরম সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিকাঠামোগত অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। চারদিক জঙ্গল ঘেরা ভবনটির দেওয়ালে একাধিক ফাটল দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কোনও সংস্কার না হওয়ায় ভবনটি ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়া, স্যাঁতস্যাঁতে ঘর এবং অপর্যাপ্ত আলো–বাতাসের মধ্যে পরিষেবা দিতে বাধ্য হচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এতে রোগী ও কর্মী—উভয়েরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে। চিকিৎসক না থাকায় জটিল রোগী বা দুর্ঘটনাগ্রস্তদের প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে নদী পার করে দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে। নদীপথে যাতায়াত নির্ভর এই দ্বীপে প্রতিকূল আবহাওয়া বা রাতের অন্ধকারে রোগী পরিবহণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় নৌকা জোগাড় করতেও বিলম্ব হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

সরকারি হাসপাতালে বঞ্চিত কলকাতা পুরসভার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেকাংশেই তার কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর যখন কোনও রোগীর আরও উন্নতমানের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তখন সেই রোগী কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে গিয়ে নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেইসূত্রেই এই কলকাতা শহরের নাগরিকদের স্বার্থে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর ও কলকাতা পৌর এলাকার অধীনস্থ সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। বিশ্বরূপ দে–এর বক্তব্য, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর এবং কলকাতার ৯টি সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে একটি স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপন প্রয়োজন, যাতে কী না এই কলকাতা পৌরবাসীরা সহজেই রেফারেল পরিষেবা ও ডায়াগনস্টিকের সুবিধা পেতে পারে। এর ফলে কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করবে।

আসলে কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালিত আপার প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীরা যখন কলকাতার সরকারি হাসপাতাল যাচ্ছে, তখন কলকাতা পৌরসংস্থার চিকিৎসকদের দেওয়া প্রেসক্রিপশনকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয় না বলে পৌর অধিবেশনে অভিযোগ তুলেছেন শাসকদলেরই এই সমাজ সচেতন কর্মদক্ষ পৌরপ্রতিনিধি। তিনি বলেন, যেমন, একটা ডেঙ্গু হলে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সেই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করছে। কিন্তু যখন সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাচ্ছে, কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে কিন্তু সেই রোগীকে ভর্তি করানো যাচ্ছে না। তাঁকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যে ডায়াগনস্টিক বিষয়গুলি আমাদের পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হয় না কিন্তু প্রয়োজন আছে। সে বিষয়ে কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে গেলে তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং আপনারা সকলেই জানেন, কলকাতারই একটা অংশে সরকারি পরিকাঠামোকেই ব্যবহার করে সেবাশ্রয় পরিষেবা চলছে। রেফারেল সিস্টেম এবং ডায়াগনস্টিকের বিষয়ে 'সেবাশ্রয় যে ধরনের কাজ করছে কলকাতা পৌরবাসীরাও সেই প্রত্যাশাও করছে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, ওনার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি থেকে রেফারেল সিস্টেম প্রস্তাবটি অত্যন্ত জরুরি এবং সদর্থক প্রস্তাব। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত মোট যে ৯টি সরকারি হাসপাতাল আছে, তার চিকিৎসা প্রণালী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নিয়মানুযায়ী চালু আছে। আপনার প্রস্তাব কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তাদের একটি যথোপযুক্ত সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে রেফারেল সিস্টেমটাকে যাতে চালু করা যায়।

কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে ২০২৩ সালে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরে একটা প্রস্তাব পাঠানো হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

দাবি না মানলে চলো দিল্লি, আন্দোলনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : করোনা মহামারীকালে লকডাউন চলাকালিন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা নিজের ও পরিবার পরিজনদের জীবন উপেক্ষা করে দেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের খাবার পৌঁছে দিয়েছিলেন। তৎকালীন

সময়ে কেন্দ্র সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজের প্রশংসা করলেও তাঁদের সুরক্ষা বা বেতনের বাড়ানোর কথা চিন্তা করেনি। বর্তমানে রাজ্য সরকার বেতন বাড়ালেও কেন্দ্র সরকার কোনও বেতন বাড়ায়নি। কেন্দ্র সরকারের এমন বৈষম্য মূলক আচরণের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মন্দিরা রায় চৌধুরী, রিয়া বোস, শেফালী অধিকারী, সুমনা মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডল, শ্রদ্ধা পাণ্ডা, রিংকু দাস, দিপীকা নস্কর, গীতাঞ্জলী দেবনাথ, অর্পিতা নন্দী, গীতশ্রী বেগম, রিয়া দাস, মৃত্তিকা চাউলিয়া, তনুশ্রী দেবনাথ ও সুন্দরবন সাংগঠনিক আইসিডিএসের জেলা সভানেত্রী অহল্যা বিশ্বাস কয়ালদের নেতৃত্বে এবার পথে নামলেন ক্যানিং ১ ব্লকের প্রায় ৪৬৮ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ১ হাজারেরও বেশি মহিলা কর্মী। ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় ক্যানিংয়ের সিডিপিও অফিসের সামনে। এর জেরে সিনেমা হল রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘণ্টা খানেক চলে এমন অবস্থান বিক্ষোভ।

তাদের অভিযোগ, প্রসূতি মা সহ জন্ম থেকেই ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বড় করে তোলার দায়িত্ব মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। খোঁজখবর রাখতে হয় প্রতিনিয়ত।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাশী থেকে শিবলিঙ্গ আনা হয়েছিল কেশবেশ্বর মন্দিরে

কুনাল মালিক

আসন্ন শিবরাত্রি উপলক্ষে এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার মন্দির বাজারের কেশবেশ্বর শিব মন্দিরকে ঘিরে শিব ভক্তদের উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর পূর্বে এই কেশবেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন মুড়াগাছা পরগনার জমিদার কেশব রায়চৌধুরী। ১৬৭০ শকাব্দ বা ১৭৪৮ সালে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিব ভক্ত জমিদার কেশব রায়চৌধুরী অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্র লাভের আশায় শিবের আরাধনা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি কাশীর মণিকর্নিকা ঘাট থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে আসেন মন্দিরের স্থাপন করার জন্য। মন্দির নির্মাণ করেছিলেন জনৈক বাসুদেব নামে এক ব্যক্তি বেশ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন বোলসিদ্ধিগ্রামের সিদ্ধ পুরুষ বানেশ্বর ন্যায়রত্ন। মন্দিরটি অপূর্ব সমস্ত টেরাকোটার কাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট। কালের বিবর্তনে এবং বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের কারণে প্রাচীন টেরাকোটার কাজ অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রাচীন এই শিব মন্দির এবং শিব লিঙ্গ আজও সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে স্থানীয় মানুষদের কাছে। এই শিব মন্দিরকে অতি জাগ্রত বলেই অনেকে মেনে থাকেন। শিবরাত্রির সময় প্রচুর পুরুষ মহিলা এখানে ভিড় জমান, শিবলিঙ্গে জল ঢালার জন্য। প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে এখানে আদূরেই

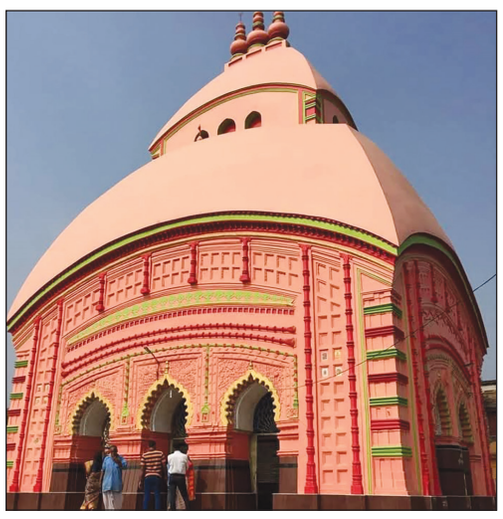

গড়ে উঠেছে বাজার। সেই কারণেই এই স্থানটির নাম মন্দির বাজার হতেও পারে। আবার অনেকে বলেন মন্দির বাজারে প্রচুর প্রাচীন মন্দির থাকার কারণে এই জায়গার নাম হয়তো মন্দির বাজার হয়েছে। শিবরাত্রি ছাড়াও চৈত্র সংক্রান্তির সময় নীলের গাজনকে ঘিরেও প্রচুর সন্ন্যাসীদের আগমন হয় এখানে। মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার জানালেন, কেশবেশ্বর শিব মন্দির অত্যন্ত জাগ্রত এবং প্রাচীন। শিবরাত্রিতে প্রচুর মানুষের এখানে সমাগম হবে তাই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০১১ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর বিধায়ক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মন্দিরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, হাই মাস্ট লাইট লাগানো হয়েছে, সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এটিএমের মাধ্যমে পানীয় জল পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে অনেকটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমন্ডিত মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর মন্দিরে তিনি সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কাজের খবর

অর্থনীতি

নতুন খবরের সন্ধান

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বাজেট পরবর্তী অস্থিরতা কাটিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজার এখন একটি নতুন দিশার সন্ধানে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির এই দ্বিতীয় সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের নজর মূলত বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক স্তরটি অতিক্রম করে টিকে থাকতে পারে, তবে এটি ২৬,৩০০–২৬,৫০০–এর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে, নিচের দিকে ২৫,৭০০ একটি শক্ত সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। এই স্তরের নিচে নামলে বাজার কিছুটা দুর্বল হয়ে ২৫,৪৫০ পর্যন্ত সংশোধন হতে পারে।

এই মুহূর্তে ঢালাও বিনিয়োগ

খবরের দিকে থাকবে। গত সপ্তাহের ইতিবাচক সমাপ্তির পর বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, চলতি সপ্তাহে নিফটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

নিফটি যদি ২৬,০০০–এর না করে 'বাই অন ডিপস্' বা বাজার কিছুটা পড়লে ভালো শেয়ার কেনার কৌশল অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিশেষ করে ব্যাংকিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং গ্রিন এনার্জি খাতের শেয়ারগুলোতে নজর রাখা যেতে পারে।

সবুজ আতশবাজির দিশায় জাতীয় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিবেশবান্ধব পাইরোটেকনিকস কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস ও স্মোকলেস প্রযুক্তি নিয়ে জাতীয় কর্মশালা উপলক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুর লাক্ষ্মীনারায়ণ ইনোভেশন টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং দূষণ রোধে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবুজ আতশবাজি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ড. সাধনা রায়ালু ও প্রফেসর ড. টি এম ক্লাপটকে সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। বক্তারা জানান, এই কর্মশালা রাজ্যের আতশবাজি

মহেশতলা বজবজ ফায়ারওয়ার্কস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালাটি ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগর, মহেশতলায় সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে পরিবেশ শিল্পকে পরিবেশসম্মত রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। উদ্যোগটিকে ঘিরে শিল্পমহলে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেহাল

প্রথম পাতার পর

দ্বীপবাসীদের দাবি, এই বিলম্বের কারণেই একাধিক ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে, এমনকি প্রাণসংকটও দেখা দিয়েছে।

এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা মৌসুনিতে ১০ শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক পরিষেবা চালু এবং একটি স্থায়ী অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে দ্বীপবাসীদের মধ্যে।

উল্লেখ্য, প্রায় ৩ বছর আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে একটি টয়লেটে উদ্বোধন করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে সেটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। এতে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের চরম অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল চিত্র নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মৌসুনি দ্বীপে। বাসিন্দাদের একটাই দাবি অবিলম্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ, ভবনের সংস্কার ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হোক। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা ও জরুরি রোগী পরিবহণের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স চালু করার দাবিও জোরালো হয়েছে। প্রত্যন্ত দ্বীপে বসবাসকারী মানুষের ন্যূনতম স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

এই বিষয়টি নিয়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, যে দীর্ঘদিন ধরে আমরাও নামখানা ব্লকের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মৌসুনিতে যে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে সেখানে আমরা আগেও ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কোন ডাক্তারবাবুর ইচ্ছা নদী বলে থাকতে চান না চলে গেছেন তবে এই বিষয় নিয়ে আমরা হায় অথরিটিদের জানানো হয়েছে খুব শীঘ্রই ওখানে ভালো ডাক্তারবাবু সুস্বাস্থ্যর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে।

আন্দোলনে অঙ্গনওয়াড়ি

প্রথম পাতার পর

এতকিছুর পরও বেতন সর্বসাকুল্যে মাত্র ৯০০০ ও ৬৮০০ টাকা। মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে পথে নেমেছিলেন। বর্তমানে রাজ্য সরকার বাজেটে ১০০০ টাকা করে বাড়িয়েছে। কেন্দ্র সরকার প্রশংসা করে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। তাঁরা বলেন, আইসিডিএসের জন্মদাতা কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্র বলছে বেটি বাঁচাও। সেই কেন্দ্র সরকার আমাদের মতো বেটিদেরকে শেষ করে দিতে চাইছে। আগামীদিনে কেন্দ্র সরকার যদি আমাদের বেতন না বাড়ায় তাহলে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করে আন্দোলন করবো। অচল করে দেব দিল্লীর রাজপথ, দেশের কোন শক্তিই বেটিদের এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারবে না।'

অস্ত্র তৈরির কারখানায় ৩,৯৭৯ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগপুর : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন পশ্চিমবঙ্গ–সহ দেশের ৩২টি অস্ত্র তৈরির কারখানা ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩,৯৭৯ জন ছেলেমেয়েকে ট্রেনিং দিচ্ছে। এটি ৫৯ তম ব্যাচের ট্রেনিং। প্রার্থী বাছাই করবে যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড (YIL). শিক্ষাগত যোগ্যতা: অঙ্ক ও বিজ্ঞান অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এই দুই বিষয়ের প্রতিটিতে ৪০% ও মাধ্যমিকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে নন–আই.টি.আই. ক্যাটেগরি হিসাবে আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ১,১৩৬টি।

মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা এন.সি.ভি.টি. বা এস.সি.ভি.টি.র আই.টি.আই. থেকে যে কোনো একটি ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ স্বীকৃত হলে আর অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আই.টি.আই. ক্যাটেগরি হিসাবে আবেদনের যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ২,৮৪৩টি।

বয়স: সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩–৩–২০২৬–এর হিসাবে ১৪ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। আই.টি.আই. থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যত বছরের কোর্স পড়েছেন তত বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কোনোরকম দৈহিক ত্রুটি থাকলে আবেদন করবেন না। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩ বছর বা, ট্রেড অনুযায়ী ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পাবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: YIL Advertisement No. 1457, Dated: 30-01-2026.

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৯৫ সালের ডি.এ. আইনানুযায়ী এই ট্রেনিং দেওয়া হবে। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু সীট সংরক্ষিত। ট্রেনিংয়ে সফল হলে চাকরি হতে পারে। তবে চাকরি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়। হস্টেল নেই। ট্রেনিং চলার সময় ডাক্তারি খরচ পাবেন। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। এক্স–আই.টি.আই. প্রার্থীদের বেলায় মাধ্যমিক ও আই.টি.আই, কোর্সে পাওয়া নম্বর দেখে ফ্যাক্টরিভিত্তিক, ক্যাটেগরিভিত্তিক তালিকা তৈরি হবে। নন–আই.টি.আই. প্রার্থীদের বেলায় মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। পরীক্ষা নেবে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড।

দরখাস্ত করার পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে,৩ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://recruit-gov.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, আই.টি.আই. সার্টিফিকেট, আধার কার্ড ও অন্যান্য প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিটকরলেইনাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার হলে ১০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে ফোন করুন এই হেল্প নম্বরে: ৯১৮৭৪৬৩৫০৯। কোন প্রতিরক্ষা কারখানায় কটি শূন্যপদ :

কোন প্রতিরুকা কারখানায় কোন কোন ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে ও ক'টি শূন্যপদ: (1) The General Manager, Metal & Steel Factory, Ishapore, PIN - 743 144, Distt: 24 Parganas (North), West Bengal. পড়ানো হবে: নন–আই.টি.আই,–ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ১১টি (জেনাঃ৭, ও.বি.সি.২, তঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। এক্স–আই.টি.আই. – ইলেক্ট্রিশিয়ান ১০টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ২০টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ৭৬টি (জেনাঃ ৪০, ও.বি.সি. ১৬, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি। ফিটার ৫০টি (জেনাঃ ২৬, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। টার্নার ৩৫টি (জেনাঃ ১৯, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার) ৫টি (জেনাঃ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ৪টি (জেনাঃ)।

(2) The General Manager, Ordnance Factory, Dum Dum, Kolkata -700028, West Bengal. পড়ানো হবে: নন–আই.টি.আই. – ফিটার ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। টার্নার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।এক্স–আই.টি.আই. – ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ৩)। মেশিনিস্ট–৯টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি। ফিটার ৬টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ১)। টার্নার ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ২)।

(3) The General Manager, Gun & Shell Factory, Cossipore, Kolkata -700 002, West Bengal. পড়ানো হবে: পড়ানো হবে: নন–আইটি.আই – মেশিনিস্ট ৭৩টি (জেনাঃ ৩৭, ও.বি.সি. ১৬, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২। ফিটার ২৬টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। টার্নার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। এক্স–আই.টি.আই. – ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট–২২টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি। ফিটার–১০টি (জেনাঃ ৫. ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। টার্নার ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

(4) চণ্ডীগড় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি – ৫২টি। (5) মধ্য প্রদেশ গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরি জবলপুর – ২২১টি। (6) মধ্য প্রদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, জবলপুর– ৪৮টি। (7) মধ্য প্রদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ইতার্সি– ৬৭টি। (8) মধ্য প্রদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি খামারিয়া জবুলপুর – ৪৯৮টি। (9) মধ্য প্রদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি কাতনি – ৮০টি। (10) মহারাষ্ট্র হাই এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরি, কিরকি (পুণে) – ৭৬টি। (11) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, অম্বরনাথ, থানে – ৮০টি। (12) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, আম্বাঝারি, নাগপুর – ৩৩৩টি। (13) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, ভান্ডারা – ৫৩টি। (14) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, ভুসাওয়াল– ১১টি। (15) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, চান্দা, চন্দ্রপুর ৪১৫টি। (16) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, দেহু রোড, পুণে – ১০৯টি। (17) মহারাষ্ট্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ভারাগাঁও– ১২৬টি। (18) মহারাষ্ট্র অ্যামিউনিশন ফ্যাক্টরি, কিরকি – ৪৭টি। (19) ওড়িশা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বাদমাল, বোলাঙ্গির – ৮৩টি। (20) তামিলনাড়ু অর্ডন্যান্স ক্লোদিং ফ্যাক্টরি, আবাদি – ৩৩টি। (21) তামিলনাড়ু হাই এনার্জি প্রোজেক্টাইল ফ্যাক্টরি, তিরুচিরাপল্লী – ৮৮টি। (22) তামিলনাড়ু অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, তিরুচিরাপল্লী – ১১৫টি। (23) উত্তর প্রদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, মুরাদনগর – ১৯৫টি। ১৩০টি। – (24) উত্তর প্রদেশ স্মল আর্মস ফ্যাক্টরি, কানপুর (25) উত্তর প্রদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, কানপুর — ২২০টি। (26) উত্তর প্রদেশ অর্ডন্যান্স প্যারাশ্যুট ফ্যাক্টরি, কানপুর – ৯৬টি। (27) উত্তর প্রদেশ অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি, হজরতপুর– ৮টি। (28) উত্তর প্রদেশ অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি, কানপুর–৪০টি। (29) উত্তর প্রদেশ অর্ডন্যান্স ক্লোদিং ফ্যাক্টরি, শাহজাহানপুর – ৩৪টি। (30) উত্তরাখণ্ড অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি দেরাদুন– ৬৯টি। (31) উত্তরাখণ্ড অপ্টো ইলেক্ট্রনিক ফ্যাক্টরি, দেরাদুন – ৭৮টি। (32) বিহার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, নালন্দা – ২০টি। ওপরের ওইসব অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কোন ট্রেডে কটি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

নাগরিকত্ব অর্জনই একমাত্র পথ

প্রথম পাতার পর

এটা বলতে পারি, কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কথা অনুযায়ী ২০১৪ পর্যন্ত যারা ভারতে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সিএএতে আবেদনের মাধ্যমে তারা তা পেয়ে যাবেন। তবে ভোটার লিস্ট থেকে নাম একবার বাদ চলে গেলে নির্বাচন থেকে বঞ্চিত হবে। একটা মানুষ ১৯৭৭ সাল থেকে আসার পর এতবছর ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচিত করে এসেছেন, এখন শুধু আইনের বেড়াজালে তা থেকে বঞ্চিত হবেন, এটা কাম্য নয়। আমার মতে, তাদের একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সিএএ–তে আবেদনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ দেওয়া হোক। আইন যেটা হয়ে গেছে, সেটা উদ্বাস্তুদের পক্ষে। তবে আইন হলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এতটা গড়িমসির জন্যে আজ উদ্বাস্তু মানুষরা এতটা সঙ্কটে পড়েছেন। এই আইন পাশের সময় যদি রুল ফ্রেমিং হত, সরকার যদি প্রচেষ্টা করত, মানুষ যদি উদ্যোগী হত, তাহলে এতদিনে এই মানুষগুলো সার্টিফিকেটটা পেত এবং কোনও সমস্যা হত না। এতবড় একটা এজেন্ডা, এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের দরজায় গিয়ে এব্যাপারে প্রচার চালিয়ে ভোটদানে সুযোগ করে দিতে পারত।'

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ–এর সভাপতি বিমল মজুমদার তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ভারতের নাগরিকত্ব অর্জনে সিএএ একমাত্র পথ। ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যারা ভারতে এসেছেন, তাদের সকলেরই সিএএ–র মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করতে হবে। এস আই আর–এ যারা আনম্যাপিং হয়েছেন, তাদের একমাত্র রাস্তা হল সিএএতে আবেদন। এর মাধ্যমেই তারা নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবেন। আমার মতে, সিএএ–ই হচ্ছে নাগরিকত্ব অর্জনের সবচেয়ে সহজতম পথ। এর মাধ্যমে এ দেশে আসা সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকারের এটা একটা বড় অবদান। আজ শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবী জুড়েই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার প্রচেষ্টা চলছে।'

সরকারি হাসপাতালে বঞ্চিত

প্রথম পাতার পর

তা হল পৌরসংস্থার ১৪৪ আপার প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৩টি স্যাটেলাইট সেন্টার থেকে রেফারেল করা রোগীদের ভর্তি করে নেওয়ার একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হোক।

তাতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর মেমো নং ২৩/১১/২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের পক্ষ থেকে একটি সার্কুলার লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতার কোন ওয়ার্ড কোন সরকারি হাসপাতালে রেফার করতে পারে তার তালিকাও (অ্যানেক্সার ওয়ান) প্রকাশ করে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই রেফারেল সিস্টেমটা চালু আছে।

উপমহানাগরিক আরও বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি আপার প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৩ স্যাটেলাইট সেন্টার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার মেডিকেল অফিসাররা রেফার করতেই পারেন। কিন্তু আপনারা জানেন, সরকারি হাসপাতালে এতোটাই রোগীর চাপ সেখানে সব সময় রেফারেল করলেই রোগী ভর্তি হয়, তা কখনই নয়। কিন্তু আপনি প্রস্তাবটা যখন নিয়ে এসেছেন, তখন আবার নতুন করে, এই সার্কুলারটা কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪ টি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে বা কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং কলকাতা পৌরসংস্থার সমস্ত পৌরপ্রতিনিধিদের কাছে এই 'রেফারেল কপি পাঠিয়ে দেওয়া। যাতে আপনারাও উদ্যোগ নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেফারেল কেসের ক্ষেত্রে এই সার্কুলারের দ্বারা ব্যবস্থা নেওয়া অনেকটা সুবিধাজনক হবে।'

পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগীদের অন্তত ১২–১৫ শতাংশকে আরও উন্নততর চিকিৎসার প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ভারত বিদ্বেষ কমবে কি

প্রথম পাতার পর

হাসিনার প্রতি ভারতের সমর্থন ও সাহায্য অব্যাহত থাকলেও সংখ্যালঘু হিন্দুরা তাতে নিশ্চিন্ত হয় নি। হাসিনার আমলেও হিন্দুদের সংখ্যা কমতে থেকেছে বাংলাদেশে। ভারত কিন্তু তবু পাশে থেকেছে তার প্রতিবেশীর। ওপার বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন ভারত সাথ দিয়েছিল মানবাধিকারের খাতিরে তেমনই বুক দিয়ে রক্ষা করে রেখেছে তাদের পলাতক প্রধানমন্ত্রীকে।

কিন্তু এই মানসিকতা কি ভারতের প্রতি দেখাতে পারবেন জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করা তারেক রহমান, এটাই এখন ভারত বাংলাদেশের সব বাঙালির প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন উঠছে, কারণ পাকিস্তান পন্থী বলে পরিচিত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র এবার বসতে চলেছেন ক্ষমতার কেন্দ্রে। ছোট হলেও জামাতের ভারত বিরোধী ছাত্র সংগঠন টিকে রইল রাজনীতিতে। তাদের তারেক কতটা সামলাতে পারবেন তা এখনও প্রমাণিত নয়। ভোটের গণনা চলাকালীন সময়েও বাদ গেল না সংখ্যালঘু নিপীড়ন। দিনাজপুরে এক হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হল। গণ ভোটে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ৬০ শতাংশ সমর্থন মিলেছে। ফলে উদার পন্থী সব ধারার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

তবু আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। পাকিস্তানের সখ্যতা বাঁচিয়েও নিশ্চয়ই ভারতকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক পথে হাঁটবেন তারেক রহমান। বাংলাদেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে ভারতের মত শক্তিশালী বন্ধুকে তিনি হারাবেন বলে মনে হয় না। সব অন্ধকারকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশের আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের এটাই শ্রেষ্ঠ পথ।

উত্তাল বাংলার মন

প্রথম পাতার পর

তার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত আছে। শুধুমাত্র বাহিনীকে যথাযথভাবে সরবরাহ করতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। তবে যা জানা যাচ্ছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যে এক দফায় নির্বাচন করাতে রাজি নয় কারণ এ রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন মানেই হিংসা, মারপিট, খুন, জখম। তাই জাতীয় নির্বাচন কমিশন ১ দফায় ভোট করার ঝুঁকি নেবে না। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর পর্বের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণার পর ১ ও ২ মার্চের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকবৃন্দ কলকাতায় আসবেন। সমস্ত কিছু দেখে যাবার পর তারা দিল্লিতে রিপোর্ট দেবেন। তারপর ৪ থেকে ৮ মার্চের মধ্যেজাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় এসে জেলাশাসক, সিআরপিএফ বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে মিটিং করার পর দিল্লিতে ফিরে গিয়ে ১০ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারে। সেদিন থেকেই আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়ে যাবার কথা। কমিশন সূত্রের খবর ১২ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে এ রাজ্যে ২ থেকে ৩ দফার ভোট হতে পারে এবং ভোটের গণনা এপ্রিল মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আসা করা যায়। এখন দেখার ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসআইআর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে সব ঠিকঠাক চলে কিনা। আবার যদি কোন অব্যবস্থা আরো প্রকট হয়ে ওঠে তাহলে এই সমস্ত হিসাব ঘেঁটে যেতে পারে। তবে এরাজ্যের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষও যথেষ্ট সন্দীহান শেষমেশ যদি এসআইআর পর্ব সফল না হয় তাহলে কি এ রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচন রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমেই হতে চলেছে!

প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ এবং হিংসা মুক্ত করার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনও বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছে। যেমন এ রাজ্যের কলকাতা সহ ৭টি জেলায় ৭৮ টি বহুতল আবাসনে যেখানে ৩০০–র বেশি ভোটার আছে সেখানে একটি করে ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হবে। দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর কলকাতায় ২ টি করে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২৫ টি আবাসনে এই ধরনের ভোট কেন্দ্র হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোট গণনা কেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য দিতে চাইছে জেলা শাসকের কার্যালয়। যদি সেখানে সম্ভব না হয় তাহলে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গণনা করতে হবে এবং এই সমস্ত দপ্তরগুলিতে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হবে। ইতিমধ্যেই ভিভিপ্যাট, ইভিএম মেশিন পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন সবদিক দিয়েই কোমর বেঁধে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নামতে চলেছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১৪ ফেব্রুয়ারি – ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : এই সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় সামাজিক এবং পেশাদার কার্যকলাপে কাটানো হবে। ভালো কাজের ফলাফল নবায়নযোগ্য শক্তি এবং শান্তি আনবে। ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আত্মসমালোচনাও উপকারী হবে। আপনার অহংকার এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

বৃষ রাশি : শৈল্পিক কাজে আগ্রহীদের জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষ। আপনার দক্ষতা প্রদর্শন এবং উন্নত করার জন্য একটি ভাল সুযোগ থাকবে। আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি আপনার পরিবারের জন্য সময় বের করতে সক্ষম হবেন। জমি বা যানবাহন কেনা বা বিক্রি করার পরিকল্পনাও করতে পারেন।

মিথুন রাশি : সপ্তাহের শুরুতে কাজের একটি স্পষ্ট সময়সূচী তৈরি করুন, সময়মতো সম্পন্ন করা নিশ্চিত করবে এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলির জন্য সময় দেবে। আপনার বাবা বা বাবার মতো ব্যক্তিত্বের দিকনির্দেশনা সহায়ক হবে। বিরোধীরা কিছু বাধা তৈরি করতে পারে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহটি ভালো যাবে। কোনও অনুষ্ঠানে বা সভায় আপনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা হতে পারে এবং আপনার ধারণাগুলি মূল্যবান হবে। ধার করা টাকা ফেরত পেলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং মানসিক শান্তি আসবে। সবকিছুর ভালো–মন্দের উপর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে, সম্পর্কের মধুরতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

সিংহ রাশি : সপ্তাহটি আনন্দদায়ক হবে। পরিবারে কোনও শুভ ঘটনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সম্পত্তি সম্পর্কিত আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। পূর্বের কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফলাফল দেবে। বিবাদের ক্ষেত্রে, রাগের পরিবর্তে শান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করুন, অন্যথায় আপনার কাজের দক্ষতা প্রভাবিত হবে।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহটি উপভোগ্য হবে। আপনি প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। রাজনীতি বা জনসেবার সাথে জড়িতরা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে এবং ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আয়ের সাথে সাথে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে, তাই বাজেট বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে, তবে প্রচেষ্টা সাফল্য বয়ে আনতে পারে। আপনার কোনও ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনের সুযোগ থাকবে। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ইতিবাচক শক্তি জোগাবে। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এবং রাগ এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার খ্যাতির ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা আপনার চিন্তাভাবনা এবং কাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হবে এবং তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা উপকারী হবে। কোনও উদ্দেশ্যে ভ্রমণও সম্ভব। হঠাৎ ব্যয় দেখা দিতে পারে যা কমানো কঠিন হবে।

ধনু রাশি : ছোটখাটো সমস্যায় ধৈর্য ধরে থাকুন; এতে পরিকল্পনা উন্নত হবে। আপনার সন্তানদের সাফল্য সম্পর্কে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজ এগিয়ে যাবে। আপনার পরিবারের সাথে বিনোদন এবং অনলাইন কেনাকাটা উপভোগ করে আপনি ভালো সময় কাটাবেন। তাড়াহুড়ো এবং অসাবধানতার সাথে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

মকর রাশি : আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটি একটি ভালো সময়। টাকা আটকে থাকলেও, অল্প পরিমাণে তা ফিরে আসার লক্ষণ রয়েছে। এটি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে এবং সেগুলিও উপকারী হবে। যেকোনো বিভ্রান্তির সমাধান হবে। চলমান পারিবারিক বিরোধ আরও বাড়তে পারে, তাই সময়মতো সেগুলি সমাধান করুন।

কুম্ভ রাশি : একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সহায়তা আপনার কাজগুলি সুসংগঠিত করতে সাহায্য করবে। এমনকি কঠিন কাজগুলিও সহজ বলে মনে হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে একটি উপভোগ্য ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। তরুণরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবে। অতিরিক্ত গৃহস্থালির খরচ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অলসতাকে আপনার দখলে নিতে দেবেন না,

মীন রাশি : এটি একটি ব্যস্ত সপ্তাহ হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করলে স্বস্তি আসবে। আপনার বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। অন্যদের কথা চিন্তা না করে আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করলে নতুন সাফল্য পেতে পারেন। সামান্য অসাবধানতা আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে, তাই শান্ত মন বজায় রাখুন।

শব্দবার্তা ৩৭৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. প্রতিকার, মীমাংসা ৪. সারা বছর ধরে ৫. ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়ি ৭. সহচর, সহকারী ৯. গ্রামাফোন ১০. ভাগ্য, অদৃষ্ট।

উপর–নীচ

১. কঠিন বিপদ বা সমস্যা ২. নবম ৩. যাতে মুনাফা হয় এমন ৬. প্রেমপত্র ৭. অধীন, বশীভূত ৮. রৌদ্র।

সমাধান : ৩৭৭

পাশাপাশি : ২. সমীকরণ ৪. মহারাজ ৫. পতন ৭. লাগেজ ৯. যগরাজ ১০. চরণপাত।

উপর–নীচ : ১. ভদ্রমহিলা ২. সহজ ৩. কলালাপ ৬. নয়াজমানা ৮. জনগণ ৯. খচিত

ট্রেকারের পাদানিতে ঝুঁকির যাতায়াত

মলয় সুর , হুগলি : রাস্তার ট্রাফিক আইন–কানুনের তোয়াক্কা না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ট্রেকারের পাদানিতে দাঁড়িয়ে কিংবা ছাদে চড়েই চলছে নিত্য যাতায়াত। ট্রাফিক সচেতনতা নিয়ে বছরের পর বছর খরচ করে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ বা ‘সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ’ পালনের পরেও জেলাজুড়ে ট্রেকারের পাদানিতে ঝুঁকির যাতায়াতের ছবি

বদলায়নি বলে মানছেন অনেকেই। সিঙ্গুর থেকে গোপালনগর বা বাজেমালিয়া, শ্রীরামপুর থেকে চণ্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া, হরিপাল থেকে রাজবলহাট, চুঁচুড়া থেকে ধনেখালি—সর্বত্রই ট্রেকারের পাদানিতে দাঁড়ানো থেকে ট্রেকারের ছাদে চড়ে বিপজ্জনক যাত্রী সওয়ারির ছবি ধরা পড়েছে।

দিনের আলোয় পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই রমরমিয়ে চলছে বিভিন্ন রুটের ট্রেকার। মাঝে মাঝে ট্রেকারগুলিতে দুর্ঘটনা ঘটলেও নিত্যযাত্রীদের কোনো হেলদোল নেই। এক সময় এই রুটগুলিতে একাধিক বেসরকারি বাস চলত, কিন্তু লোকসানের ঠেলায় বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিরাট অংশের মানুষের ভরসা এখন ট্রেকার। নিত্যযাত্রীরা জানান, ট্রেকার চেপেই তাঁরা কর্মস্থলে বা অন্যান্য কাজে যান। অনেক সময় ভেতরে বসার জায়গা না পেলে বাধ্য হয়ে ট্রেকারের ছাদে কিংবা পাদানিতে দাঁড়িয়ে আসতে হয়।

স্থানীয় ট্রেকার চালকরা জানিয়েছেন, এমনিতেই ‘ম্যাজিক’ গাড়ির দাপটে ট্রেকারের অবস্থা বেহাল। রোজকার খরচ তুলতেই অনেক সময় সব জেনেও তাঁরা যাত্রীদের পাদানিতে দাঁড় করিয়েই নিয়ে যান। গাড়ি রাস্তায় নামালেই ১২০ টাকা খরচ প্রতিদিন। নতুন করে কেউ ট্রেকার নামানোয় আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তবে যে কোনো সময়ে লোকসানের ঠেলায় বন্ধ হয়ে যাবে। যেভাবে টোটো, অটো–র দাপটে ট্রেকার ব্যবসায় মন্দা চলছে।

নামখানায় ৪০ কোটি টাকার অত্যাধুনিক মৎস্যবন্দর নির্মাণ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় মৎস্যজীবীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি মৎস্যবন্দর। প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর তীরে নির্মিত হচ্ছে এই বৃহৎ প্রকল্প। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই বন্দর ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে জোরকদমে চলছে নির্মাণকাজ।

জানা গিয়েছে, নদীর তীরে প্রায় দেড় হাজার মিটার লম্বা এবং প্রায় আড়াইশো মিটার চওড়া বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তৈরি হচ্ছে এই মৎস্যবন্দর। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখানে এমন এক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে যা মৎস্যজীবীদের কাজকে আরও সহজ, সুরক্ষিত ও লাভজনক করে তুলবে। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরার পর ট্রলারগুলি যাতে সহজেই বন্দরে আসতে পারে এবং দ্রুত মাছ খালাস করতে পারে, তার জন্য বিশেষ র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে।

এছাড়াও নদী থেকে ট্রলার তুলে ডাঙায় এনে সারাই করার জন্য তৈরি হবে আধুনিক ড্রাই ডক। এর ফলে ট্রলারের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আর বাইরে

গিয়ে করতে হবে না। এতে সময় ও খরচ দুয়েরই সাশ্রয় হবে বলে মনে করছেন মৎস্যজীবীরা।

বন্দরে থাকবে পানীয় জলের বড় ট্যাঙ্ক, বরফকল, সর্বসাধারণের জন্য শৌচাগার এবং একটি প্রশাসনিক ভবন। জাল সারাইয়ের জন্য ৪টি ছাউনি দেওয়া ঘর নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। সমুদ্র থেকে আনা মাছ দীর্ঘ সময় সতেজ রাখার জন্য তৈরি হবে বড় আকারের শীতলঘর বা কোল্ড স্টোরেজ, যেখানে কয়েক হাজার কেজি মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে মাছের গুণগত মান বজায় থাকবে এবং বাজারে ভালো দামে বিক্রির সুযোগ বাড়বে।

মৎস্যজীবীদের রাত্রিযাপনের জন্য আলাদা আবাসন ভবনও নির্মাণ করা হবে। দীর্ঘ সময় সমুদ্রে কাটিয়ে ফেরার পর যাতে তাঁরা বিশ্রাম নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রলারের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনার সুবিধা থাকবে এই বন্দরে, যা ভবিষ্যতে নামখানাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে প্রশাসনের আশাবাদী।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মতে, এই বন্দর চালু হলে তাঁদের আর অন্যান্য দূরবর্তী বন্দরে যেতে হবে না। পরিবহণ খরচ কমবে, সময় বাঁচবে এবং আয়ের পরিমাণও বাড়বে। পাশাপাশি এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসবে, সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই মৎস্যবন্দর নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে জোরদার তৎপরতা চলছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে খুব শীঘ্রই নামখানার মৎস্যজীবীরা পেতে চলেছেন আধুনিক সুযোগ–সুবিধা সম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্যবন্দর, যা সুন্দরবন এলাকার মৎস্য অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিনাশর্তে মানহানির মামলা প্রত্যাহার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

‘বড়িষা হাসপাতালে দুই ডাক্তারের মন কষাকষি শিরোনামা সংবাদের বিরুদ্ধে উক্ত হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীমতি ছায়া ভট্টাচার্য্য যে মানহানির মাল্লা দায়ের করেছিলেন তিনি তা বিনা সর্তে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব রাখলে, আলিপুর বার্তার পক্ষে সম্পাদক শ্রী বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রকাশক শ্রী তারাপদ নন্দী ডাঃ ছায়া ভট্টাচার্য্যের (চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে মিমাংসার উদ্দেশ্যে জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবি,জি, রায়ের আদালতে যুক্ত আবেদন পত্র দাখিল করেন। বিচারক শ্রী রায় গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ৭৬ আপোষ নিষ্পত্তি হ’ল বলে রায় ঘোষণা করেন। আলিপুর বার্তার পক্ষে কৌশুলী ছিলেন সর্ব্বশ্রী কমলেশ শূর, এস, এম, কামালউদ্দিন এবং দুলাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১০ম বর্ষ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ১০ সংখ্যা

নেতার গাড়ি চালককে মারধর

বিশাল দাস, শান্তিনিকেতন: ১০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে শ্রীনিকেতনের কৃষাণ মান্ডি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার গাড়ি চালককে বেধড়ক মারধর এবং তাঁর মোটরবাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরুলের বাসিন্দা ঈশ্বর বাগদী দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল নেতা শ্যামাপ্রসাদ ওরফে বাবু দাসের গাড়ি চালাচ্ছেন। মঙ্গলবার রাতে তিনি কৃষাণ মান্ডিতে ফিরতেই কয়েকজন দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে মারধর করে বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থলে থাকা তাঁর মোটরবাইকে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর আহত ঈশ্বর বাগদীকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। যদিও মারধরের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক রেষারেষি নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা—তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে এলাকায়। এ প্রসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বিষয়ে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা অন্তর্গত বারাইপুর এবং জয়নগর সংলগ্ন মধ্যস্থ খালের উপর সূর্যপুর থেকে ১৪ ভকর সুইচগেটের উপরে নদীর পাড়ে কিছু মাটির টিপি থেকে অবৈধভাবে জ্যোতি ইটভাটার মালিক জোর করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। পূর্ব গাববেরিয়া মৌজার ডাকাতিয়া গ্রামের চাষি থেকে সাধারণ মানুষজন বলেন, ‘আমাদের যেসব চাষিরা বাগান চাষ করে, তাদেরও উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। আমরা সব দপ্তরের কাছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে আবেদন জানাই এই মাটি কাটাটা যেভাবে হোক বন্ধ করা দরকার।’

ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়ার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার এক বৃদ্ধার দেহ। মৃতার নাম সুমিতা দে (৬০)। বাড়ি হাওড়ার টিকিয়াপাড়া এলাকার বেলিলিয়াস রোডে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই বৃদ্ধাকে বিছানার উপর সাড়া শব্দহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় টিকিয়াপাড়া ফাঁড়িতে। পুলিশ একতলার ফ্ল্যাট থেকে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধারের পর হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বৃদ্ধা একাই ফ্ল্যাটে থাকতেন। তার স্বামী হাওড়া আদালতের আইনজীবী ছিলেন। বছর তিনেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তে মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হাওড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

২৫ জন বেআইনি বন্যপ্রাণী শিকারী গ্রেপ্তার

সুমন আদক, হাওড়া : বন্যপ্রাণী শিকারীর ২৫ জনের একটি দলকে ধরে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন হাওড়ার আমতার পরিবেশকর্মীরা। ডট ফাউন্ডেশনকে সঙ্গে নিয়ে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে চলেছেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্যরা। গ্রামীণ হাওড়ায় পরিবেশকর্মীদের দিয়েছেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের আমতা ইউনিটের সাথী সংগঠন ‘ডট ফাউন্ডেশন’। ৭ জানুযারি প্রায় ২৫ জনের একটি শিকারীর দল কাউকে না জানিয়েই জাগলগড়িয়া গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। তা দেখেন পরিবেশকর্মী কুন্তল মুখার্জী। তিনি শিকারীদের কাছ থেকে অস্ত্র

নজরদারি এড়িয়ে এখনও মাঝেমাঝেই ঢুকে পড়েন এই সব চোরা শিকারীদের দল। গ্রাম হাওড়ায় এখনও পাওয়া যাওয়া বিপন্নপ্রায় বন্যপশু পাখিদের। এই ঘটনায় অনুঘটকের কাজ করছে ‘ফেলাল পিগ’। দলছুট শুয়োরের দৌরাত্ম্য আমতা এলাকার চাষীদের রাতের ঘুম কেড়েছে। শুয়োর মারতে মরিয়া হয়েই গ্রামবাসীরা অনেকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এইসব শিকারীদের। কিন্তু শিকারীরা বনবিভাগ বা পরিবেশকর্মীদের না জানিয়ে গ্রামীণ বনজঙ্গলে ঢুকে পড়ে শিকার ধরার নাম করে নির্বিচারে নেউল, গোসাপ, কাঠবিড়ালী, ভাম, মেছোবিড়াল প্রভৃতি প্রাণীদের শিকার করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমনই অঘটন আটকে কেড়ে নিয়ে তাঁদের স্থানীয় একটি স্কুল মাঠে আটকে রেখে খবর দেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের আমতা ইউনিটের কো–অর্ডিনেটর তথা ডট ফাউন্ডেশনের সভাপতি পরিবেশকর্মী দীপঙ্কর পোড়েল ও বনবিভাগকে। বনবিভাগ জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাদের। এইভাবেই এলাকায় নজরদারি আরও বাড়াতে তৎপর হয়েছে যৌথ পরিবেশ মঞ্চ। বুনোশুয়োর মারতে এভাবে সংশ্লিষ্ট বনবিভাগ ও পরিবেশকর্মীদের অবহিত না করে শিকারীদের ডাকলে অন্য বন্যপ্রাণীদের কি ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়টি এদিন গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বলেন পরিবেশকর্মী ও বন আধিকারিকরা।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

অরিজিৎ মণ্ডল , কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার ছামনাবনি গ্রামে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা। ধৃতের নাম শরিফুল পাইক। পুলিশ ধৃতকে গ্রেপ্তার করে ১১ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেশ করা হলে আদালত ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শরিফুল পাইক বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছে এমন খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গাজীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা বুধবার এলাকাবাসীদের নিয়ে অভিযুক্ত যুবককে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধরে কুলপি

থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, আইএসএফের ইন্ধনে এলাকায় ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করছিল। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় আইএসএফ নেতৃত্ব জানিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে এবং ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই।

বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে চরম অস্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বর্তমান বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতি ও খুনের অভিযোগ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার পড়েছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে সৌজন্যে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। বিধায়কের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসেরই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাসকে খুনের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন দলের একাংশ বিক্ষুব্ধ কর্মী ও সমর্থকরা।

এলাকার একাধিক পঞ্চায়েত জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ে দুর্নীতির বিস্তারিত অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। পোস্টারগুলিতে দাবি করা হয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন কাজে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়–ছয়, কাজ না করেই বিল তোলা এবং দলীয় প্রভাব খাটিয়ে সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করার মতো গুরুতর অভিযোগ। সূর্য্যনগর, মধুসূদনপুর, নারায়ণপুর, স্বামী বিবেকানন্দ পঞ্চায়েত সহ কাকদ্বীপের একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় এই দুর্নীতির

পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এসব অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল, এবার তা প্রকাশ্যে এলো।

বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের স্পষ্ট বক্তব্য, মন্টুরাম পাখিরাকে আর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মানা হবে না। তাদের দাবি, ২০২৬ সালের নির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেওয়া হলে তিনি লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত হবেন। এমনকি প্রার্থী পরিবর্তন না হলে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে কাকদ্বীপের বিধায়ক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে একাধিকবার তারা কোন উত্তর দেননি। তবে বিষয়টি নিয়ে সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জয়দেব হালদার জানায় এ বিরোধী বিজেপিদের পরিকল্পনা। তারাই ফেলেছে এই পোস্টার। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে গোটা বিষয় অস্বীকার করে জানানো হয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন দলের জেরেই এই পোস্টার।

সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে কাকদ্বীপে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের এই ক্ষোভ ও বিদ্রোহ শাসকদলের জন্য বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দমদম : শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের অন্তর্গত দমদম জিআরপি ১০ ফেব্রুয়ারি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আইসি সঞ্জীব দাসের তত্ত্বাবধানে এসআই শান্তনু মজুমদার,

এএসআই পিন্টু ঘোষ, এএসআই সুব্রত মণ্ডল সহ দমদম জিআরপির একটি টিম সোদপুর স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে ৯৮টি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করে। জিআরপি জানায়, পাচারকারীরা খবর পেয়ে সিরাপের ক্যারেট ফেলে পালিয়ে যায়।

গাফিলতির শিকার ২ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট : ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে স্নাতকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা, অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশিত হয় ৯ ফেব্রুয়ারি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাজনগর কলেজের পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে ফর্ম ফিল আপ করেছিল। অ্যাডমিট কার্ড বের করতে গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ হতবাক। ফর্ম ফিল আপ করা পড়ুয়াদের মধ্যে ২ জনের অ্যাডমিট কার্ডের হদিশ মেলেনি। পরবর্তীতে নজরে আসে অনলাইনে অন্যান্যদের মত এই দুই পরীক্ষার্থীরও ফর্ম ফিল আপ সুষ্ঠুভাবেই করা হয়েছিল কিন্তু তা বিশ্ববিদ্যালয়স্তর থেকে অনুমোদিত না হয়েই ফেরত এসেছে, প্রযুক্তিগত কোনো ত্রুটির কারণে। কলেজের পড়ুয়াদ্বয়ের আবেদন অনুমোদিত না হয়ে ফেরত এসেছে তা তারা নজরই করেনি। পরীক্ষার্থীদ্বয়– ইংরাজী অনার্সের শোভা মণ্ডল এবং পাসকোর্সের সুলেখা বাউড়ি। পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে, ‘আমাদের তো কোনো ভুল নেই। সব করেও আমরা পরীক্ষাই বসতে পারছি না। আমাদের এই ক্ষতির দায় কে নেবে? আমরা চাই আমাদের পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা হোক।’ কলেজসূত্রে জানা গিয়েছে, খুবই সামান্য ভুল কিন্তু খেসারত দিতে হচ্ছে অনেক বেশি। অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করার পর তা সফল হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে বার্তা আসে নির্দিষ্ট পোর্টাল থেকে কিন্তু পরে দুই পরীক্ষার্থীর আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে অনুমোদিত না হয়ে ফেরত চলে আসে। কলেজের এক অধ্যাপক জানিয়েছেন, ‘ভুল বুঝতে পেরেই আমরা তৎক্ষনাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক, কর্মসচিব, উপাচার্য সহ সর্বস্তরে কাতরভাবে অনুরোধ করি। বিশ্বাস ছিল, কর্তৃপক্ষ কিছু সময়ের জন্য পোর্টালে প্রবেশে সুযোগ দেবে। এমন সমস্যা আগেও হয়েছিল, তা মেটানোও হয়েছিল আপদকালীন ব্যবস্থা নিয়েই কিন্তু এক্ষেত্রে সেই সহযোগিতা মেলেনি। শুধু আমাদের কলেজে নয়, গুসকরা কলজেরে ৪০ জন, রামপুরহাটের ৮ জন, বিদ্যাসাগর কলজেরে ৪ জন সহ আরো অনেক পরীক্ষার্থীর সাথেই এমনটা হয়েছে।’ প্রশ্নও উঠছে, অনলাইনে যাবতীয় কাজ করার জন্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের পদও তৈরি করেছে সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কলেজে সেই নিয়োগ হয়নি। ফলে অন্যান্য কাজের মধ্যে অনলাইনের কাজও করতে হচ্ছে করণিকদের। তাতে হাত লাগাতে হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদেরও। ফলে স্পষ্ট, সামগ্রিক ব্যবস্থাই অগোছালো থাকাটাই মূল কারণ। এই রাজনগর কলেজেই গত ৫ বছর ধরে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়নি। ঘটনার প্রেক্ষিতে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রতন বর্মণ বলেছেন, ‘এমন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমরাও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। দুই পরীক্ষার্থীর জন্য খুবই খারাপ লাগছে । এই অবস্থায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’

কালনার নাবালক মিলল পোলবায়

সুব্রত মণ্ডল, হুগলী : ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে মায়ের সঙ্গে মোবাইল কিনে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামের বাড়ি ছেড়ে বছর দশেকের ছেলে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে হুগলীর পোলবা থানার রাজহাট মোড়ে ইতস্তত ঘোরাফেরাতে টহলদারি পুলিশ ভ্যানের পুলিশকর্মীদের নজরে আসে। তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ কর্মীদের সে জানায় মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সে আজ সকালে গোপনে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পুলিশ কর্মীরা তৎক্ষণাৎ কালনা থানার মাধ্যমে বালকটির বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে তৎক্ষনাৎ তারা পোলবা থানায় এসে ছেলেটিকে নিয়ে যায়। সমাজকর্মী সোমেশ্বর মুখার্জি বলেন, এখনকার অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা মোবাইল ফোনের প্রতি এত আসক্তি যে তারা মোবাইলের জন্য যে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। বইয়ের পাতার থেকে মোবাইলের আসক্তিতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারছেনা নতুন।

চাকরির দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরির দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জাম্বুনি গেট আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো বক্রেশ্বর ভূমিহারা ইউনিয়ন। জাম্বুনি থেকে পদযাত্রা করে এসে গেট আটকে শুরু হয় বিক্ষোভ। তাদের দাবি – অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে। দ্রুত নিয়োগ করা না হলে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। ইউনিয়নের ৫ সদস্য বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দপ্তরে হিয়ারিংয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে, নির্বাচনের আগে নিয়োগ করতে হবে সহ ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি দিয়ে এসে ইউনিয়নের সভাপতি রাজু বাগদী ও সদস্য ইন্দ্রজিৎ গড়াই বলেন, ‘৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছি। জিএম স্যার জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১০ দিন সময় চেয়েছেন। ১০ দিনের মধ্যে সমাধান নাহলে আমরা বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩ টি গেট স্তব্ধ করে দেবো।’

সুন্দরবনের তথাকথিত ‘বিধবা পল্লী’র বাস্তবতা ও অপপ্রচার

প্রশান্ত সরকার, ঝড়খালী : সুন্দরবনকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে একটি ভুল ধারণা সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক পর্যটক, আবার কেউ কেউ লোকমুখে বলেন, সুন্দরবনে নাকি ‘বিধবা পল্লী’ নামে কিছু গ্রাম আছে, যেখানে গ্রামের সব মহিলাই বিধবা। এই কথা শুনতে আকর্ষণীয় মনে হলেও বাস্তবে এর কোনো সত্যতা নেই। বাস্তব সত্য হল বর্তমানে তো নয়ই, অতীতেও সুন্দরবনে এমন কোনো গ্রাম ছিল না, যেখানে গ্রামের সমস্ত মহিলাই বিধবা ছিলেন। ‘বিধবা পল্লী’ কথাটি আসলে একটি বানানো শব্দ, যা কিছু মানুষ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই অপপ্রচার চালিয়ে একদল মানুষ সুন্দরবনের নাম ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসা, প্রচার বা সহানুভূতির সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করছে। সুন্দরবন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততার কারণে এখানকার মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাশাপাশি বাঘ–মানুষ সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। এসব কারণে কিছু পরিবারে স্বামীহারা নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে। কিন্তু এই বাস্তবতাকে পুঁজি করে পুরো একটি গ্রাম বা অঞ্চলকে ‘বিধবা পল্লী’ বলে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিভ্রান্তিকর। এই ধরনের ভুল প্রচার সুন্দরবনের মহিলাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। এতে তাঁদের জীবনকে কেবল দুঃখ আর করুণার গল্প হিসেবেই তুলে ধরা হয়। অথচ বাস্তবে সুন্দরবনের মহিলারা অত্যন্ত সাহসী ও পরিশ্রমী। তাঁরা শুধু সংসারের কাজই করেন না, কৃষিকাজ, মাছ ধরা, কাঁকড়া ধরা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ, এমনকি পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডেও যুক্ত থাকেন। আজ সুন্দরবনের বহু মহিলা নদীর বাঁধ রক্ষায় ম্যানগ্রোভ চারা রোপণের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। কেউ কেউ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অনেক নারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পরিবার ও সমাজকে আগলে রাখছেন। তাঁদের জীবন

মানে শুধু কষ্ট নয়—তাতে আছে লড়াই, সাহস ও এগিয়ে যাওয়ার গল্প।

তবুও কিছু মানুষ এই বাস্তব সত্য আড়াল করে ‘বিধবা পল্লী’–র মতো শব্দ ব্যবহার করে সুন্দরবনের মানুষের পরিচয়কে বিকৃত করছেন। এতে বাইরের সমাজে সুন্দরবন সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে এবং এখানকার মানুষ, বিশেষ করে নারীরা অযথা অবহেলার শিকার হচ্ছেন। সুন্দরবনকে করুণার চোখে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি। দরকার সত্যকে তুলে ধরা–সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাবনার কথাও বলা। সুন্দরবনের মানুষ সাহায্যের মুখাপেক্ষী নয়, তাঁরা নিজেদের শক্তিতেই বারবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। অতএব, সুন্দরবনের নামে মিথ্যা গল্প রটানো বন্ধ করা জরুরি। ‘বিধবা পল্লী’ শব্দবন্ধ নয়—সুন্দরবনের আসল পরিচয় হোক তার মানুষের সাহস, পরিশ্রম ও আত্মমর্যাদা। সত্য ও সম্মানের ভিত্তিতেই সুন্দরবনের গল্প সমাজের সামনে তুলে ধরা উচিত।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৪ ফেব্রুয়ারি– ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

আলো আঁধারে দুর্ঘটনা

দীর্ঘসূত্রিতার পর জোকা–তারাতলা মেট্রোরেল ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর দিয়ে শুরু হয়েছিল। মেট্রোর চাকা গড়ালেও যাত্রী আজও পর্যন্ত নয়। ছয়টি মেট্রো স্টেশনের তলার রাস্তায় তুলনামূলকভাবে আলো কম। আলো–আঁধারের এই পরিস্থিতিতে একের পর এক দুর্ঘটনায় অনেকগুলি প্রাণ ইতিমধ্যে বলি হয়েছে। প্রশাসন ভরদুপুরে মেট্রো স্টেশনের নীচের অন্ধকার দূর করে দৃশ্যমানতা বাড়াতে মেট্রো রেলকে চিঠি দিয়েছে। উল্লেখ্য, বেহালা–ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের ব্যস্ততম রাস্তা ডায়মণ্ডহারবার রোডে সম্প্রতি দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে মেট্রো স্টেশনের নীচেই। সংবাদে প্রকাশ, জোকা ইএসআই হাসপাতালের সামনে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইক চালকের। জখম হন তার সঙ্গী। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই ফের চৌরাস্তায় এক মহিলা পথচারীর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল রায়চক–কলকাতাগামী বাস। এর আগে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে এই স্টেশনের নীচেই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে আট বছরের এক ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুতে বেহালা উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

ট্রাফিক পুলিশের নিজস্ব অনুসন্ধানে উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। প্রখর রোদ থেকে তুলনামূলক অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় ঢুকলে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ যে সত্যিই জোকা–তারাতলা মেট্রোরুটের স্টেশনগুলির তলায় দিনের বেলা পর্যাপ্ত আলো নেই। যার জেরে একাধিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আর ভি এন এল) কে মেট্রো স্টেশনের তলায় দিনেরবেলায় আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রস্তাব ট্রাফিক পুলিশের তরফে দেওয়া হলেও তারা এই দায় নিতে রাজি নন। তাদের বক্তব্য, এ দায়িত্ব কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের। আর ভি এন এল শুধুমাত্র আলো বসানোর জন্য বরাদ্দ অর্থ পি ডব্লু ডি কে পাঠিয়ে ছিল।

জোকা–তারাতলা রুটে মোট ছয়টি মেট্রো স্টেশন রয়েছে। ব্যস্ত ডায়মণ্ডহারবার রোডে যাত্রী পারাবার হয় আলো–আঁধারী পথেই। কখনও ট্রাফিক পুলিশ থাকে কখনও বা থাকেন না। ঝড়ের গতিতে বাইক কিংবা চারচাকার গাড়িগুলি ওই পথ দিয়ে চলে যায়। অজন্তা সিনেমা হলের কাছে যে বাসস্টপটি ছিল মেট্রো রেলের বদান্যতায় তা লুপ্ত হয়েছে। তারাতলা এখন অজন্তা স্টপের নাম হয়েছে। মেট্রোর দৌলতে আরো কিছু স্টেশন আগে পরে হয়ে গেছে। যাত্রী ও পথচারীদের এতে অসুবিধা হলেও মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আলো–আঁধারের মায়াবী আতঙ্কে পথচারী থেকে চালক সকলেই কমবেশী চিন্তিত। কারণে–অকারণে যে মহানগরী আলোয় সেজে ওঠে সেখানে এই অন্ধকার দ্রুত আলোকিত হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

স্ফটিকে নিকটবর্তী পদার্থের বর্ণ প্রতিফলিত হয়, স্ফটিক কিন্তু বর্ণালী নয়। স্ফটিক স্বচ্ছ, রূপবিহীন; তাই বর্ণহীন স্ফটিককে বর্ণিল দেখালেও, তা অসত্য। চিন্ময় আত্মা নামরূপ বর্জিত, কিন্তু সেই আত্মাতে জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হলে আত্মা জগৎসর্বস্ব বলা যায় না। আত্মায় সৃষ্টি বা জগৎ–প্রতিবিম্ব নির্মল জ্ঞানদৃষ্টিতে অসত্য, কিন্তু মলসম্পৃক্ত মিথ্যাজ্ঞানে আত্মায় জগৎ সত্য। মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করে, কিন্তু আকাশ মেঘকে স্পর্শ করে না, কারণ আকাশ নির্লিপ্ত। আত্মাও নির্লিপ্ত, তাই জগতরূপী আচ্ছাদন তাঁকে আচ্ছাদিত করলেও আত্মা অসম্পৃক্তই থাকেন। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু সূর্য্য অসম্পৃক্ত থাকে। পুর্য্যষ্টক (অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম ও প্রাণ) দ্বারা গঠিত শরীরে আত্মা তেমনই অসম্পৃক্ত থাকেন। সর্বসৃষ্টিতে আত্মার অধিষ্ঠান আছে, তাই সৃষ্টিসমূহ সত্যরূপে বোধগম্য হয়। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের জলের বিকার বা পরিণাম, সমুদ্রের জলে তা অভিন্ন ভাবেই থাকে, তেমনই চিৎসাগরে আমি, তুমি ইত্যাদি বিভিন্নভাব বিকার হওয়া সত্ত্বেও নির্বিকার চিতের সাথে অভিন্ন ভাবে থাকে। প্রবুদ্ধজন জানেন চিন্ময় আত্মাই সৃষ্টিসমূহ হয়ে প্রকাশিত হয়েছেন। বিশ্ব এবং সমস্ত সৃষ্টি আত্মা হতে পৃথক্, এমন কথা অজ্ঞতাপ্রসূত। আত্মা ঈক্ষণ ক"রে সূর্য্যাদি নক্ষত্রসমূহ প্রকাশিত করেন, জীবসকলের বিষয়–জ্ঞানশক্তি উৎপন্ন করেন। আবার এই কর্ম সম্পাদন ক"রেও তিনি কিছুই করেন না। কারণ তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; গমন–আগমন, জনন–হরণ, উত্থান–শয়ন ইত্যাদি কোন কর্মই তিনি করেন না। নির্মল আত্মা আত্মস্বরূপে অবস্থিত থেকেই জগৎ আকারে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ আত্মার চিৎস্বরূপতায় অলীক জগৎ অভিন্ন। বস্তু এবং তার স্বভাব সর্বদা অভিন্ন থাকে। আত্মা এবং তাঁর চিৎস্বভাবও অভিন্নভাবে সর্বব্যাপক। তাঁর চিৎস্বভাব নিরাকার হলেও সর্বগামিতার কারণে আকারবিশিষ্ট হয়। তাই আমি অজ্ঞ এই অজ্ঞানে আবৃত হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে যান। এইভাবেই প্রতিবিম্বিত হয়ে আত্মা জীব আকার ধারণ করেন। সেই জীবরূপী আত্মা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বারবার জন্ম–মরণের গ্রাসে পতিত হয়ে সংসার অনুভব করেন। বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্ম হতে উত্থিত হয়ে এই জগৎ কিছুকাল চলমান থাকে, তারপর ব্রহ্মেই বিলীন হয়। মধ্যসাগরে অগাধ জলে স্পন্দন অবশ্যই থাকে, কিন্তু তা লক্ষিত হয় না।

জলের স্পন্দনহীনতা প্রতীতিমাত্র। তেমনই জগৎপ্রপঞ্চ চিৎরূপে অনুভূত না হলেও জগৎকে চিৎই বলা উচিৎ। একমাত্র চিৎ জগৎবেশ ধারণ করেন, তাই জগৎকে অসৎ বলা যায় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জয় হো !

গাড়ির চাকায় বাজবে 'জয় হো'! মুম্বইয়ে তৈরি হল ভারতের প্রথম 'মিউজি.ক্যাল ৫০০ মিটার, এটি শুধু একটি রাস্তা না প্রযুক্তি ও দেশপ্রেমের সমন্বয়

বিচার ব্যবস্থার পাওয়ার বুস্টার এআই

ই–কোর্ট ফেজ–২ –এর আওতায় ভারতে সরকারি উদ্যোগে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ।

স্বয়ংক্রিয় ফাইলিং, কেস তালিকাভুক্তি করা, কেস ইনফরমেশন সিস্টেম বা মামলা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং চ্যাটবটের মাধ্যমে মামলাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ। তবে এআই ব্যবহারে সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে, যাতে প্রযুক্তি শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদানের কাছে ব্যবহার করা হয়।

ভারতের বিচারব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান মামলার চাপ, প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও ভাষাগত বৈচিত্র্য মোকাবিলায় ধাপে ধাপে ডিজিটাল রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় ই–কোর্টের আওতায় ডিজিটাল ফাইলিং, রিয়েল–টাইম কজ লিস্ট, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং দেশজুড়ে বিচার সংক্রান্ত নথিগুলির সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়েছে, যা এআইয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

ই–কোর্ট মিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক কম্পিউটারাইজেশন থেকে শুরু করে সমন্বিত জাতীয় প্ল্যাটফর্ম ও ভার্চুয়াল কোর্ট পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় এআইয়ের সংযুক্তি ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, প্যাটার্ন চিহ্নিতকরণ এবং তথ্যনির্ভর কাজে সহায়তা করতে চলেছে।

ট্রান্সক্রিপশন বা অনুলিখন, রায় অনুবাদ, ই–ফাইলিং–এ ত্রুটি শনাক্তকরণ, আইনি গবেষণামূলক কাজ ও মেটাডেটা বিশ্লেষণে এআই সীমিত ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রয়োগগুলি কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাইলট পর্যায়ে রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে এআই ভিত্তিক স্পিচ রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌখিক শুনানির প্রায় তাৎক্ষণিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা অনুলিখন প্রস্তুত করা হচ্ছে, বিশেষত সংবিধান বেঞ্চের মামলাগুলিতে। এতে স্বচ্ছতা ও নথির নির্ভুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও চূড়ান্ত যাচাই মানবিক তত্ত্বাবধানেই করা হচ্ছে। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এআই ভিত্তিক অনুবাদ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায় একাধকি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। এসইউভিএএস ও ই–এসসিআর–এর মতো প্ল্যাটফর্ম জনসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিচার সংক্রান্ত

কমিটির তত্ত্বাবধানে অনুবাদের গুণমান সুনিশ্চিত করা হয়।

ই–ফাইলিং–এ ত্রুটি শনাক্ত করতে এআই–সহায়িত টুল পাইলট ভিত্তিতে ব্যবহার হচ্ছে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত সংশোধন সম্ভবপর হয়েছে এবং রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত কাজের চাপ কমেছে যদিও চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই মানবিক যাচাই–এর ওপর নির্ভরশীল। লেগ–আরএএ ও সুপেস–এর মতো টুল বিচারকদের জন্য প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ও তথ্য শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এগুলি কেবল গবেষণা–সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়; রায় প্রস্তুত বা ফল নির্ধারণে এআই–এর কোনও ভূমিকা নেই।

এএসআর–শ্রুতি ও পানিনি–এর মতো ভয়েস–টু–টেক্সট ও ভাষাগত টুল বিচারকদের খসড়া প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সময়ের সাশ্রয় করছে। তবে, বিচার সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে বিচারকের হাতেই রয়েছে।

মূল বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি সমস্ত এআই টুল আইসিএমসিএস, সিআইএস ৪.০ ও ই–ফাইলিং পোর্টালের মতো বিদ্যমান বিচার সংক্রান্ত পরিকাঠামোর মধ্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, এআইকে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক সীমার মধ্যেই ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়েছে।

ইন্টার অপারেবল ক্রিমিনাল সিস্টেম–এর মাধ্যমে পুলিশ, ফৌজদারি মামলা, কারাগার, ফরেনসিক বা অপরাধ তদন্তে বিজ্ঞানের ব্যবহার ও আদালতের মধ্যে তথ্যের আদান–প্রদান সহজ হয়েছে। ডিজিটাল ও এআই–সমন্বিত ব্যবস্থায় আদালতের কার্যবিবরণী রেকর্ডিং, লাইভ–স্ট্রিমিং এবং প্রমাণ সংরক্ষণ আরও নির্ভুল হয়েছে। নায়ায়া শ্রুতি ও ই–সাকশেয়া–এর মতো প্ল্যাটফর্ম স্বচ্ছতা ও নথির নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নেতৃত্বাধীন কমিটি, ধাপে ধাপে পাইলট এবং ই–কমার্স–এর নীতিগত তদারকির মাধ্যমে এআই ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে। তথ্যের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও পক্ষপাত হ্রাসের জন্য সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ই–কোর্ট ফেজ–২ –এ এআই ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা রয়েছে। ভারতের বিচারব্যবস্থায় এআই ব্যবহার করার ফলে সময়ের সাশ্রয় হয়েছে, জনসাধারণের প্রবেশাধিকার বেড়েছে ও দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভবপর হয়েছে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় এআইয়ের পরিমিত ও সুসংগত ব্যবহার মানবিক বিচারবোধকে প্রতিস্থাপিত না করে ন্যায়বিচারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে।

পাঠকের কলমে

প্লাটফর্মে ফ্লাইওভার চাই

দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখার ক্ষীরাই স্টেশনটি জনবহুল না হলেও জনপ্রিয়। প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফুলপ্রেমী মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। এই স্টেশনে তিনটি প্লাটফর্ম আছে। ফ্লাইওভারে ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামা গেলেও, ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামা যায় না। যাত্রীরা সাধারণত ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনরকমে ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসে। কিছু যাত্রী ঝুঁকি নিয়েই রেললাইন দিয়ে ওঠানামা করেন। ফলে মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের অসুবিধার পড়তে হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিকের কাছে আমাদের আবেদন ক্ষীরাই–৩ প্লাটফর্মে ফ্লাইওভারে নামার ব্যবস্থা করা হোক।

মানস কোলে, খড়গপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

আমতা সেতু–র মুখে ফাটল

হাওড়া আমতার দামোদরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সেতু বা আমতা সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন এই সেতু দিয়ে শত শত যানবাহনের পাশাপাশি সেতুর ফুটপাত দিয়ে শত শত পথচারী চলাচল করেন। বেশ কয়েকমাস লক্ষ্য করছি সেতুর শেষের দিকে ওঠার মুখে বড় ফাটল দেখা গিয়েছে। অন্যমনস্ক ভাবে কোন পথচারী সেতুতে ওঠা বা নামার সময় ফাটলে পড়ে বড় ধরনের বিপদ দেখা দিতে পারে। অবিলম্বে ফাটলটি মেরামত করার জন্য সেতু কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

আরামবাগ ও তমলুক: রেপ্লিকা ইমেজের চড়া দাম

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার চতুর্দশ কিস্তি...

আচ্ছা এটা যদি ক্যাচ লাইন ধরা হয়, আমি বাড়িতে পরার শাড়িতে বেড়িয়ে এসেছি, তবে কেমন হতো?

পীঠস্থান? ব্রিটিশ স্থপতি এডুইন লুটিয়েন্সের স্বপ্ন–গড়া নয়া দিল্লি। এমন ঐতিহাসিক বাণীর প্রবক্তা কে? আরে, এতো সবার জানা। বঙ্গীয় তৃণজীবীদের অনুপ্রেরণা দাত্রী সো কল্ড্ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সমস্ত ভারতের মধ্যে এমন চমকপ্রদ কথার একক বাগ্মী। এ কথা বলার অর্থ? একেবারে সিম্পল, পরিস্কার। এসআইআর নিয়ে তাঁর চলমান করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে বিরোধিতার এটা একটা অভিনব প্লট মাত্র। তবে তা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নাকি পরিকল্পিত স্ক্রিপ্ট, তা নিয়ে কিন্তু বিতর্কের বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। যেমনটি তিনি তাঁর পরণের শাড়ির অবস্থা দেশবাসীকে দেখিয়েছেন নিজস্ব ঘরাণায় ঠিকই, তেমনটি ইন্ডিয়াবাসী এটা নিয়েও অনেক ভেবেছেন এরকম আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে উনার হাতে মাইক্রোফোন চলে এলো? তা যাক, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কি লাভ বলুন? তবে এসব তর্জায় নির্লিপ্ত তৃণমূলের অবশ্য দাবি, দেশের নির্বাচন কমিশন হলো বিজেপির মুখমন্ডলের একটা মুখোশ মাত্র। রাজ্যে নির্বাচনী তালিকা তৈরির নামে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করে চলেছে। স্বৈরাচারী নির্বাচন কমিশন যথেচ্ছ ভাবে স্থানীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার বাতিল করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাংলাদেশী তকমা দেওয়া হচ্ছে। আমরা তাই দিল্লি এসেছি দেশের নির্বাচন কমিশনারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে। অথচ বঙ্গভবনে অমিত শাহের পুলিশ নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে ঢুকেছে। খবর পেয়ে আমি এমন অবস্থায় চলে এসেছি।"

এমন একটা টগবগে ইস্যুকে চটজলদি চটচটে টিস্যু বানাবার সুযোগ আর কেইবা ছাড়ে বলুন। আবার সেটা যখন টাটকা নির্বাচনী মরশুম যদি হয়ে থাকে, তবে তো বিরোধীদের পোয়া বারো হবেই। ব্যাস বিজেপিরও প্রগলভ মন্তব্য যথারীতি প্রত্যাশিত ভাবেই সামনে এসে গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এসব হলো কালীঘাট অপেরার প্রিপ্ল্যান্ড কনসার্ট। রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা বেহাল। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রকে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানান হাস্যকর নাটক দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত। এসব থেকে ফোকাস ঘুরিয়ে দিতেই তিনি দিল্লি গিয়ে এসআইআর বিরুদ্ধ বর্বর সার্কাসের তামাশা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের গরিমা ধুলোয় মিশিয়ে ছেড়েছেন।"

তৃণমূল তাদের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছে। বিজেপিও নিজেদের মতো মন্তব্য করেছে। এসব অনেকটাই রুটিন মাফিক। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় আকাঙ্খিতও। কিন্তু একটা বিষয় ভীষণ ভাবে লক্ষণীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরণের এই শাড়ি প্যাটার্ন ওরিয়েন্টেড এসপার ওসপার প্রতিবাদী আন্দোলন কেন জানি না বড্ড বেশি নিঃসঙ্গতা ছুঁয়ে গেল। ইন্ডি জোটের কোনও শরিক দল বা নেতা এই ইস্যুতে পাশে থাকা তো দূরের কথা, একটা লাইন প্রেস বিবৃতিও খরচ করলো না বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ফেভারে। অখিলেশ যাদব, স্ট্যালিন, রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ওমর আবদুল্লার মতো ইন্ডি জোটের কোনও নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিনব প্রতিবাদে কেন সঙ্গ দিলেন না, এটাই হলো কোটি টাকার প্রশ্ন। এসআইআরয়ের বিরোধিতায় তিনি দিল্লিকে বেছে নিয়েছিলেন যাতে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে সর্বভারতীয় স্তরে। কিন্তু সেই তৃণমূলী উদ্যোগের সামনে তৃণমূল সুপ্রিমোর সর্বভারতীয় দোসরবৃন্দের একজনকেও কিন্তু আক্ষরিক অর্থে পাওয়া গেল না বাস্তবের মাটিতে। কিন্তু কেন প্রশ্নটা সেই ঝুলেই রইলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দেশের গণতান্ত্রিক পরিসরে এসআইআর প্রসঙ্গে ইন্ডি জোটের বিবিধ নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের চড়া সুর কিন্তু ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী জেনে ফেলেছেন। আসলে এসআইআরের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রীর এ হেন নাটক তাঁরাও কিন্তু নীতিগতভাবে সমর্থন করতে চাননি। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শাড়ি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পোস্টারকে না বিজেপি বা দেশের কোনও বিরোধী, অর্থাৎ কেউই তবে মান্যতা দিল না। এযাবৎকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকৃতই এতো নিঃসঙ্গ দেখা যায়নি লালকেল্লার ভূমিতে। তবে কি মমতা ব্র্যান্ডের এই ড্রামা–ম্যাচো ইমেজ আর সেভাবে পাবলিক খাচ্ছে না? এসব প্রশ্ন কিন্তু ঘুরপাক খেয়েই চলেছে বর্তমানে অনেকটা পিংপং বলের মতো রাজ্যবাসীর একান্ত আলাপচারিতায়।

এ কথা অনস্বীকার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি বড় সমালোচকও মেনে নিতে বাধ্য হবেন তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিগ ব্রেকিং অধ্যায়গুলোকে। এমন প্রাজ্ঞ নেতা তবে এধরণের ইভেন্টের ঝুঁকি নিলেন কেন তাহলে? এর উত্তর খুঁজতে হলে গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে হাতড়াতে হবে। মনে কি পড়ে, সেই সময় তৃণমূলের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সাংসদদের অনেকটা বগলদাবা করে নিয়ে যান কুতুবুদ্দীন আইবকের সালতানাতে। দাবি ছিল তাঁদের একশো দিনের প্রকল্পে বকেয়া টাকা আদায়। বিনিময়ে জুটেছিল পুলিশি ধরপাকড় ও আংশিক চ্যাংদোলা। ব্যাস মার দিয়া কেল্লা। ওই ছবি প্রচার করা হলো বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ময়দান কাঁপানো হলো দিল্লির বিজেপি সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে। ফলস্বরূপ ভোটের ফলাফলে তৃণমূল ফসল তুললো ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি জিতে। বিজেপিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় মাত্র ১২ জন সাংসদ পেয়ে। টিএমসি রাজ্য নিরিখে তখন ভোট পায় ৪৬% মানুষের সমর্থন। বিজেপি পেয়েছিল সেক্ষেত্রে ৩৮% ভোট। গোদা বাংলায় বিজেপি সেবার ৮% ভোট পিছিয়ে ছিল তৃণমূলের থেকে।

এইরকম দলগত ক্যারিশমাকে মাথায় রেখেই চলতি বছরের ভোট মরশুমে আবার সেই তৃণমূল নেত্রীর দিল্লি সফর। তবে এবারে খোদ মাননীয়া বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। কারণ এবার যে মারণ বাঁচন যুদ্ধ। বাংলার মানুষ অতীতে দেখেছেন, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে উন্নয়ণের হকারি প্রচার। এটাও পর্যবেক্ষণ করেছেন, পায়ে প্ল্যাস্টার সহ হুইল চেয়ারে রাজ্য ভ্রমণ। এবারও তাই মেলোডির আপাতত মশলা প্রাথমিক ভাবে প্রস্তুত। কালো পোশাক পরে নির্বাচন কমিশনারকে বয়কট এপিসোড। সঙ্গে কালো কাপড় গায়ে জড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকার বিরোধিতা করেন অনুপ্রবেশকারী ভাইজানদের পক্ষে মসিহা বেশে অবতীর্ণ হয়ে। এমন গাওয়া ঘিয়ের গোবিন্দভোগের লোভনীয় সুগন্ধি খিচুড়ি কোন বান্দা খামোকা চাকতে ছাড়ে? তাই চালাও ঢালাও ভোট প্রচার এসবের অডিও ভিডিও ক্লিপিংসের। প্রতিটি বঙ্গবুথ ধরে ধরে। সাংগঠনিক সবুজ কার্পেট পেতে।

এসবই তো হইলো। কিন্তু আমাগো যে একখান কথা সিলো। তা হইলো গিয়া, দিল্লির এইসব কালা কালা চশমায় রাজ্যে চাকরি চুরির কোনও জবাব তো পাওয়া গেল না ম্যাম। তোলাবাজি, ধর্ষণ, পিঠে খাওয়া, শিক্ষক নিয়োগ ও রেশন কেলেঙ্কারিরই বা লাস্ট খবর তো জানা হলো না নেত্রী সাহেবা। কয়লা, বালি, গরু চুরির বিরুদ্ধেও আপনার গ্র্যান্টেড ফর অ্যাকশন তো এখনও জানা গেল না। অপরাধ নেবেন না এই অবোধের। এসব থোড়াই আমার প্রশ্ন নাকি? আদতে এগুলো যে ব্যাপক সমাজ মাধ্যমে ট্রোল হতে দেখা যাচ্ছে।

এসবের উত্তাপ শুধু যে ইন্টারনেটে অহরহ প্রচারিত হচ্ছে তা কিন্তু মোটেও নয়। এর সুতীব্র অভিঘাত আছড়ে পড়েছে গোটা রাজ্য সহ তমলুক ও আরামবাগের আনাচে কানাচে। অফলাইন লাইভ ইভেন্টে। এসব অঞ্চলের হাটে বাজারে, দোকানের ঠেক থেকে অফিসে ক্লাবে চলছে সমান্তরাল পর্যায়ের সমর্থন বা খিল্লির তুমুল পসরা। এই দুই লোকসভা অন্তর্ভুক্ত মোট চোদ্দটি বিধানসভা আসনের ভোটাররাও তাই বর্তমানে মোটামুটিভাবে দুই বিপরীতমুখী মেরুতে অবস্থান করছেন। কাকে তারা ছাব্বিশে আপন করে নেবেন, এই ভেবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রটি কিন্তু যথেষ্ট অবাক করা। এখানে কংগ্রেস চিরকাল ব্রাত্য থেকে গিয়েছে। তবে বামফ্রন্টের দুই পার্টনার সিপিআই ও ফরোয়ার্ড ব্লক যথারীতি এখানে খাতা খুলেছিল নির্দ্বিধায়। ফ্রন্টের বড়বাবু সিপিএম তো আবার এখান থেকে সাতবার জিতেছে। জনতা পার্টিও এই আসনে একবার জিতেছিল বামেদের দাক্ষিণ্যে। ২০০৯ পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি সিপিএমের লাল দুর্গ থাকলেও ২০১৪ সালে এখানে প্রথমবারের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায় তৃণমূল। তারপর ২০১৯ ও ২০২৪ সালের দিল্লি যাত্রাও তৃণমূল অব্যাহত রাখে একেবারে নিজস্ব মুন্সীয়ানায়। তবে এখান থেকে নির্বাচিত সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু আজও এই অঞ্চলে সমালোচিত হয়ে থাকেন, একদা তাঁর অসংসদীয় কুবাক্য খচিত বক্তব্যের জন্য। অন্যদিকে সেখানকার বিদায়ী তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের ভূমিকা নিয়েও এক জায়গায় যথেষ্ট সমালোচিত হয়ে চলেছে। একসময় তো নারদা স্টিং অপারেশন আর শ্রীমতী পোদ্দার অনেকটা অন্যতম সমার্থক হয়ে উঠেছিল একাংশ জনমানসের মনে।

২০২৪ সালের লোকসভা যুদ্ধে আরামবাগ আসনের মোট ভোটদাতা ছলিনে ১৮,৮৩,২৬৬ জন। এরমধ্যে তৃণমূল সমর্থন পায় ৭,১২,৫৮৭ জন এলাকাবাসীর। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে যা ৪৫.৭১%। আবার বিজেপির অনুকূলে ভোট পড়ে ৭,০৬,১৮৮টি। গাণিতিক অর্থে সেটি হলো ৪৫.৩০%। ফলে সবুজ শিবির জয়ের চওড়া হাসি হাসে মাত্র ৬,৩৯৯ ভোটের ফারাকে।

পরপর বিগত দুটি লোকসভা ভোটে তৃণমূল এখানে কোনক্রমে জিতে গেলেও ২০২১ সালে এযাবৎ শেষতম বিধানসভা ভোটে বিজেপি রীতিমতো বুক ফুলিয়ে টপকে যায় তৃণমূলের থেকে। সাতটি আসনের মধ্যে চারটিতে বিজেপি জয় পেয়েছিল। পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানকুলে পদ্মফুল ফুটেছিল ঘাসফুলকে অনেকটা নিশ্চিহ্ন করে যথাক্রমে ২৮,১৭৮, ৩,১৭২, ৫,৮৮৬ এবং ১৭,১২২ ভোটের ফারাকে। আবার হরিপাল, তারকেশ্বর, চন্দ্রকোনায় ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল সংখ্যানুক্রমে ২৩,০৭২, ৭,৪৮৪ ও ৮,০৩৫ ভোটের পার্থক্যে।

এ হেন পরিস্থিতিতে বিজেপি এখানে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করেছে। তারা তো আসন্ন নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভা অঞ্চলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের রেপ্লিকা গঠন করতে একেবারে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি এসব ভাবনার উল্টো দিকের জমির বাসিন্দার নামটা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেকোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি পুরোপুরি নিজের অনুকূলে খেলা ঘুরিয়ে দিতে একেবারে তুখোড় ওস্তাদ। তাই তাঁর দল যে এখানকার সাতটি আসনই নিজেদের ঘরে হাইজ্যাক করে নিতে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে আসল খেলা হবে কিভাবে তার জন্য তো ভোটের ফলাফলের উপর নজর রাখতেই হবে।

নির্বাচন কেন্দ্রিক বাস্তবতার লক্ষ্যে আবার যদি তমলুক লোকসভার দিকে তাকানো যায় তবে অতীতের নানান চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসবে। ১৯৫১, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে তমলুক লোকসভা আসনে হ্যাটট্রিক ভিকট্রি পেয়েছিল কংগ্রেস। এরপর হাত চিহ্নের শিকে ছেঁড়ে ফের ১৯৯৬ সালে। এখানকার জমি সিপিএম লালে লাল করে দেয় ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৮, ১৯৯৯ সহ ২০০৪ সালে। এরপর অবশ্য তাসের ঘরের মতো তছনছ হয়ে যায় বামেদের এই বাসর ঘর। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১৬ সালের উপনির্বাচনে এই আসনটি দখল করে নেয় টিএমসি। কিন্তু ২০২৪ সালে অদ্ভুত ভাবে বিজেপি পরাজিত করে তৃণমূলকে অনেকটা পূর্ব নিশ্চিত হয়েই।

এখানে তৃণমূলের এইসব জয় নিয়েও যথেষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক রয়ে গেছে। রাজ্যের সর্বত্রই প্রচার রয়েছে আমজনতার বিশ্বাসে, তৃণমূল যেখানেই জেতে তা নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমার ভিত্তিতে। এখানেই প্রশ্ন উঠে আসে, মমতা কেন্দ্রিক এই ব্যক্তি স্তরের গুডউইল কি কাজ করেনি তমলুক লোকসভা অঞ্চলে। সমালোচকেরা দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র এখানেই তৃণমূল বিজয়ী হয়েছিল মমতা ব্র্যান্ডের উপর ভর করে নয়। বরং শিশির অধিকারী এবং শুভেন্দু অধিকারীর ইমেজকে পুঁজি করে। নয়তো গত বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ধরাশায়ী হবেন কেন? উল্লেখ্য, একদা তৃণমূলের তমলুক লোকসভার চৌকিদার ছলিনে এই শুভেন্দুবাবু। যিনি আজ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তাহলে কি এই অধিকারী পরিবার যেদিকে ঝুঁকবে তমলুক ভোটের পেন্ডুলাম সেদিকেই ঢলবে? অন্তত স্থানীয় পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত সাম্প্রতিক নির্বাচনী দস্তুর তো এটাই।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তমলুক আসনের মোট ভোটদাতার সংখ্যাটা ছিল ১৮,৫০,৭৪১। বিজেপি পায় ৪৮.৫৪% ভোট বা ৭,৬৫,৫৮৪ জন স্থানীয় নাগরিকের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। ফলে ৭৭,৭৩৩টি ভোট বেশি পেয়ে গেরুয়া আবীর উড়ায় ভাজপা। ৪৩.৬১% বা ৬৮৭৮৫১টি ভোট জোটে তৃণমূলের কপালে।

শেষতম বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য তমলুক লোকসভার ভিতরে থাকা সাতটির মধ্যে তমলুক, মহিষাদল, পাঁশকুড়া পূর্ব, নন্দকুমার কেন্দ্রে বিজেপি পরাজিত হয় টিএমসির কাছে পর্যায়ক্রমে ৭৯৩, ২,৩৮৬, ৯৬৬০, ৫৪০৬ কম ভোট পাওয়ায়। বাকি তনিটি কেন্দ্র বলতে নন্দীগ্রাম, ময়না ও হলদিয়ায় টিএমসি হার মেনে নেয় গেরুয়া পার্টির দাপটে সংখ্যানুক্রমে ১,৯৫৬, ২,২৬০ আর ১৫,০০৮ ভোটের তফাতে।

সামনে আবার একটা বিধানসভা ভোট কড়া নাড়ছে সারা রাজ্যে। তমলুকের সাতটি আসনেও স্বাভাবিক ভাবে একই আবহ বইছে। এখানে কোন দল কটা আসধ পাবে সেটা বড় কথা নয়। তমলুকের মাটিতে অধিকারী ম্যাজিক নাকি মমতা ক্যারিশমা, কোনটা এবার তুরুপের তাস হয়ে উঠবে, এই ডিং ডং ব্যাটেলের প্রেস্টিজ ফাইটের চুড়ান্ত মহরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে এখন থেকেই পরখ করতে চাইছে বঙ্গবাসী।

উত্তরের আঙিনায়

বিভিন্ন পরিষেবার উদ্বোধন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১০ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে নাগরিকদের আরও উন্নত ও কার্যকর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ মেয়র পরিষদ সদস্য কমিশনার ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে একটি হাই ক্যাপাসিটি রিকভারি ভ্যান, একটি হাইড্রোলিক ইলেকট্রিক ল্যাডার, একটি মোবাইল টয়লেট ভ্যান (বায়ো-টয়লেট), 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত দুটি অ্যাম্বুলেন্স, 'হাউজিং ফর অল ২.০' প্রকল্পের অন্তর্গত একটি সুদৃশ্য টেবলো।

পরিষেবাগুলো আরো উন্নত হবে এবং নাগরিকদের এতদিনের পরিষেবা পাবার যে সাময়িক খামতি ছিল তা পূরণ হবে এবং পুর নিগমের অন্তর্গত সমস্যার স্তরে নাগরিক লাভ এখন দ্রুত উন্নততর পরিষেবা পাবে বলে অনেকের অভিমত।

বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে কর্তব্যরত অবস্থায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হয় বিজেপি। এদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বড় পোস্ট অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভের শামিল হয় সকলে। অবস্থান বিক্ষোভে আকস্মিক সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার আহ্বান

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : কাটোয়ায় নিজেদের 'লুপ্তপ্রায়' গড়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় কংগ্রেসকে পুনরায় শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন দলের একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। একসময় এরাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম গড় হিসেবে বিবেচিত হত পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া। ১৯৯৬ সাল থেকে টানা ২০১১ সাল পর্যন্ত কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিটেই বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর এই জেলার কোল ঘেঁষে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য কংগ্রেসের ইনচার্জ গোলাম আহমেদ মীর, ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কংগ্রেসের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুদীপ রায় বর্মণ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি ধূর্জটি বিজয় মাজি প্রমুখ নেতৃত্ব। এদিন শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যেকের ভাষণ কমবেশি একই গতে বাধা ছিল। তাঁরা কেন্দ্রে ও রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় যথাক্রমে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করার পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের কংগ্রেস

দাপটে কাটোয়ার বুকে কংগ্রেস কার্যত কোণঠাসা। কংগ্রেস তাদের হারিয়ে যাওয়া জমিতে নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কাটোয়া পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যদের ব্যবস্থাপনায় ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কাটোয়া শহরের রবীন্দ্র ভবনে কংগ্রেসের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, দলের কর্মীদের দিশা দেখানোরও চেষ্টা করেন। তবে, দীর্ঘদিন পর কাটোয়ার মাটিতে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য্যকে কাছে পেয়ে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য এদিন কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একটা বাড়তি উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রদীপবাবু সর্বত্র দলীয় কর্মীদের সংগবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে এরাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিচুতলার কংগ্রেস কর্মীদের মতামতকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে এদিন শীর্ষ নেতৃত্ব আশ্বাসও দিয়েছেন।

পাচ্ছে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাজনৈতিক ইস্যু হলেও অনেকেই তাঁদের প্রাপ্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। হাওড়াতেও এমন বহু অভিযোগ সামনে এসেছে। জেলার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অফিসে মহিলারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও কবে সেই টাকা পাবেন সে ব্যাপারে আধিকারিকরাও স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারছেন না। ২০২৬ এর অন্তর্বর্তীকালীন রাজ্য বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য ১,৭০০ টাকা ঘোষণা করেন। মহিলারা জানিয়েছেন, তাঁরা দেড় থেকে দুবছর আগে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন টাকা পাননি। প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি সহ সরাসরি অফিসে আবেদনের পাশাপাশি দুয়ারে সরকার প্রকল্পে পাড়ার শিবিরে আবেদন করেও কাজ হয়নি। সরকারি সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল তাঁরাই টাকা পাচ্ছে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং বলেন, 'তৃণমূল এসআইআর লাইন নিয়ে সমালোচনা করছে। অথচ লক্ষ্মীর ভান্ডারের লাইন এসআইআরের তিনগুণ। আসলে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গেছে। এরা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে।' এ ব্যাপারে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এবার লক্ষ্মীর ভান্ডারের ৫০০ টাকা বাড়িয়েছেন। যারা এখনো পাচ্ছেন না তাঁরাও টাকা পেয়ে যাবেন।'

চাষাবাদে নতুন দিশা দেখাচ্ছে বাংলার নারীশক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টেস এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাট্সা) পশ্চিমবঙ্গের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন ও আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষ-২০২৬ উপলক্ষ্যে কৃষিতে মহিলাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় ৭ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্ন্তজাতিক শস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক হিমাংশু পাঠক। ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। সংস্থার বিষয়ে এবং কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন সাট্সার সভাপতি সন্দীপ্ত দাস, এবং সম্পাদক দুলাল বিশ্বাস। এই সংস্থাটি মূলত কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠক। কৃষি এবং কৃষকদের উন্নয়নকল্পে সামাজিক দায় বদ্ধতার কাজ তারা করে চলে। এছাড়াও রক্তদান শিবির সহ ছোট ছোট বাগানও তারা তৈরি করে দেয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে বজায় রাখতে। যেসব মহিলাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় তাদের কাছ থেকেই জানা গেল তাদের জীবন যুদ্ধ।

তাপসী রায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত হরিণঘাটা ব্লকের নগরউখড়া গ্রামের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের গৃহবধূ। তার জীবনের পরিবর্তনের সূচনা হয় ২০১৬ সাল থেকে, যখন তিনি শীতল স্বনির্ভর দলের সদস্যা হিসাবে বিআরএআইআরডি-এ প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখা, আধুনিক কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায়, সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ পোকা দমন, কেঁচোসার তৈরি ইত্যাদি তিনি শুধু নিজের জমিতেই নয়, তার দলের অন্যান্য সদস্যদের জমিতেও প্রয়োগ করে এলাকার কৃষিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষের এক বিপ্লব এনে দেন।

তিনি কৃষকদের আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৫০০ পরিবারকে একত্রিক করে শচীমাতা এফপিএস গঠন করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম আজ শুধু নিজের পরিবারে নয় বহু পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়েছে।

১১ বছর আগে হোনসেওয়ারা বিবি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা কোচবিহারে একজন খেতমজুর হিসেবে তার স্বামীকে কৃষিকাজে সহায়তা করতেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের নির্দেশনায় তিনি এসএফএসএম, বিজিআরইআর, এটিএমএ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে ধানের বীজতলা কারখানা তৈরির কাজ করে একজন কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। এছাড়াও তিনি সংরক্ষণ কৃষির ধারবাহিক অনুশীলন এবং প্রচারে একজন চ্যাম্পিয়ন কৃষকও হয়ে উঠেছেন।

জিওল মাছ চাষ, বিজ্ঞান সম্মতভাবে ছাগল পালন, আরআইআর মুরগি পালনের সাফল্য তাকে এলাকার একজন মডেল কৃষি উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে এবং প্রতিবেশী কৃষকদের কৃষিতে আয় ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবর্তনের সূচকগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে।

সমাপ্তি মণ্ডল হাবরা ব্লকের আনখোলা গ্রামের একজন প্রগতিশীল মহিলা কৃষক। স্নাতকতার পর উনি কৃষির সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ছোটবেলা থেকেই পরিবারের সাথে চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ২০১৫ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সরাসরি কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম থেকে পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করে এসেছে তবে বর্তমানে নতুন প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অর্থাৎ ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধান চাষ ও পলিমালচিং পদ্ধতিতে পটল চাষ করেছেন। মোট ৩ বিঘা জমিতে ধান, সরষে, আলু, শীতকালীন সবজি চাষ, বাদাম চাষ, তিল, ওল চাষ, ফুল চাষ ও বিভিন্ন সবজি করেন। সরকারি দপ্তর থেকে ভর্তুকিতে পাওয়ার টিলার ও জল সেচের জন্য মেশিন পেয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ব্লকের ছয়ঘড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক মহিলা কৃষক হলেন মৌসুমী বিশ্বাস। তিনি তথাকথিত কৃষি কাজের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের কৃষি উন্নতিতে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভেবে ও জলসঙ্কটের কথা মাথায় রেখে তিনি 'এম যামিনী' নামে এক উন্নত প্রজাতির ধানের উদ্ভাবন করেছেন যা উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। ধান, গম, বিভিন্ন ধরনের সবজি, একাঙ্গী, পানের চাষ প্রভৃতির সাথে যুক্ত রয়েছেন।

পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের লক্ষ্মী কর্মকার সেখানকার রুক্ষ এবং কাঁকুড়ে মাটির অবস্থা দেখে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে সঠিক কৌশলে এই মাটি সোনার ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। চাষি পরিবারে বিয়ের পর থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল চাষাবাদকে ভরসা করে উপরে ওঠার। তিনি পুরুলিয়ার জলের অভাব বুঝে বাড়িতে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করা থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাশরুম, হাঁস, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি চাষ করে পুরুলিয়া জেলার চাষীদের জীবনে এক নতুন বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

শস্যের দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে শস্য-শ্যামোলা এই বাংলার জেলায় জেলায় লক্ষ্মীদের হাতেই উৎপাদন হচ্ছে বিভিন্ন শস্য। বাংলা চাষে যে এগিয়ে চলেছে তা জলজ্যান্ত উদাহরণ। এনাদের এই গবেষণার ফল অবশ্যই উদ্বুদ্ধ আপামর চাষীদের।

ছবি : প্রীতম দাস

দেওয়াল দখলের লড়াই সাগরে

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে এখনও হয়নি তার আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী আমেজ। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। বিশেষ করে দেওয়াল দখলের লড়াইয়ে বর্তমানে এক কদম এগিয়ে রয়েছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আগেভাগেই নিজেদের পছন্দের দেওয়ালগুলি চিহ্নিত করে সাদা চুন কামের পর লিখে রাখছেন– 'S/F TMC 2026 All Wall'। অর্থাৎ 'স্পেস ফর তৃণমূল'। দলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, প্রার্থী হিসেবে যাকেই দল মনোনীত করুক না কেন, প্রচারের ময়দানে যেন এক ইঞ্চি জমিও হাতছাড়া না হয়, তাই এই আগাম প্রস্তুতি। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে প্রায় ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তাঁর এই শক্ত গড় ধরে রাখাই এখন তৃণমূলের মূল লক্ষ্য। বসে নেই গেরুয়া শিবিরও। তৃণমূলের দেওয়াল দখলের পাল্টা হিসেবে বিজেপির পক্ষ থেকেও শুরু হয়েছে লিখন। তাদের দেওয়াল গুলিতে ফুটে উঠছে বিশেষ স্লোগান– 'বাঁচাতে চাই বিজেপি তাই'। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের দাবি, গত নির্বাচনে হারলেও এবার তারা সাধারণ মানুষের রায় নিয়ে সাগর বিধানসভায় নতুন পরিবর্তনের আশা রাখছেন।

যাত্রী সাথী অ্যাম্বুলেন্স অ্যাপের উদ্বোধন

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলার সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স মালিকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় পাটপুর গোধূলি লজ এ। পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে জেলা জুড়ে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করেন। অ্যাম্বুলেন্স চালক এবং মালিকগণ তাদের সুবিধা অসুবিধার কথাও আলোচনায় তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'যাত্রী সাথী' নামে একটি অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়। যার মাধ্যমে যে কোন মানুষ তাদের প্রয়োজনে, যে কোন জায়গা থেকে অ্যাম্বুলেন্স পাবার জন্য আবেদন করলে, সেই এলাকার অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে এই অ্যাপের মাধ্যমে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই অ্যাপের মাধ্যমে, অ্যাম্বুলেন্সের আবেদন করলে, যেমন যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত হবে ঠিক তেমনি, নির্দিষ্ট হারে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ার চুক্তি করা সম্ভব হবে। এর ফলে রোগী নিয়ে পরিবার পরিজনের হয়রানি অনেকটা লাঘব হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ডিএসপি ট্রাফিক, বাঁকুড়া সদর থানার আইসি সহ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকগণ।

বাগডিহা মিলন উৎসব যেন খুশির আতশবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : উত্তর পাড়ার মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি আনন্দের পাখা মেলে দিয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি আয়োজিত 'বাগডিহা মিলন উৎসব'। উৎসবে যোগ দেওয়া বাগদিহা 'চাঁদের আঁচল' ও 'বিবেক জ্যোতি' শিক্ষাকেন্দ্রের ছোট ছোট কচিকাঁচারা সারাদিন ধরে মেতে ওঠে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। ছোটদের সব খেলার শেষে অনুষ্ঠিত হয় মা-বোনেদের ঘটি দৌড় ও মিউজিক্যাল চেয়ার।

হ্যাঁ, বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের সেই বাগডিহা গ্রাম যেখানকার পিছিয়ে পড়া মাহালি পাড়ায় ছোট ছোট করে শুরু হয়েছিল গ্রাম উন্নয়নের কর্মকাণ্ড। সেই মাহালি পাড়ায় গড়ে ওঠা সহযোগী বিদ্যালয়ে মাহালিদের সঙ্গে পড়তে আসছে আশপাশের পাড়ার পড়ুয়াড়াও। দুপুরে সকলে একসঙ্গে পংক্তিভোজনের পর অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর ড. দীপক বড় পণ্ডা, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল অমিতাভ পাণ্ডা, মানবাজার কলেজের অধ্যাপক শঙ্কর তন্তুবায়, শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম সদস্যা অর্চনা হাঁসদা, কবি ও সাহিত্যিক রবিলোচন গোস্বামী, সঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ ঘোষাল ও বিষ্ণুপুর পৌরসভার প্রতিনিধি মানব কুমার কাইতি ও ফুটবলার বুদ্ধেশ্বর সোরেন। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে উত্তরীয়, ব্যাচ ও পুষ্পস্তবক দিয়ে অতিথিদের বরণ করার পর পঙ্কজবাবুর গান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অতিথিরা সকলে বাগডিহার উন্নয়ন অভিযানের কথা তুলে ধরেন ও সকলকে এই উন্নয়ন যাত্রায় সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর একে একে সকল প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

অসিত মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডল, সুকান্ত কর্মকার, সৌমেন মণ্ডল, শিবু সোরেন সহ স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের সুচারু পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠান এমন একটা সফল মঞ্চ তৈরি করল যা ভেঙে দিল জাতপাত, বর্ণ, সম্প্রদায়ের বেড়াজাল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
GOVT. OF WEST BENGAL

বাংলার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের
কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে

'বাংলার যুবসাথী'

প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

রাজ্যের মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করা যেসব যুবক-যুবতী এখনও চাকরি পাননি এবং কোনও স্কলারশিপ ব্যতীত কোনও সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নন, **২১ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত** সেইসব যুবক-যুবতীদের জন্য **প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা** করে এই আর্থিক সাহায্য করা হবে।

এই সাহায্য সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।
কোনও চাকরি না-পাওয়া অবধি সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত এই সাহায্য প্রদান করা হবে।
আগামী ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে এই সহায়তা প্রদান করা হবে।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিধানসভাভিত্তিক ক্যাম্পে পূরণ করা দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে। নমুনা আবেদনপত্র ক্যাম্পে ও দপ্তরের ওয়েবসাইট: www.wbsportsandyouth.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তিন মাসে দ্বিগুণ মুনাফা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৫–২০২৬ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে পূর্ব রেলওয়ে এক উজ্জ্বল আর্থিক সাফল্যের খতিয়ান পেশ করেছে। সাম্প্রতিক এই পরিসংখ্যান পূর্ব রেলের রাজস্ব বহুমুখীকরণ এবং আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি কৌশলগত মনোযোগকেই প্রতিফলিত করে যা আঞ্চলিক অর্থনীতিতে এক শক্তিশালী গতির সঞ্চার করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পূর্ব রেলের যাত্রী পরিবহণ বাবদ আয় পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৯৮৪.৮১ কোটি টাকা থেকে ১৮.৬৫% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১,০৬১.৬৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আয়ের এই উল্লম্ফনের পাশাপাশি প্রারম্ভিক যাত্রী সংখ্যাও ২.৫৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪২.০৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

ভাড়া–বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত 'বিভিন্ন উদ্যোগ' থেকে অসাধারণ ফলাফল পাওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে বিবিধ আয়ের ক্ষেত্রে। স্টেশন বিজ্ঞাপন, জমি লিজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎস থেকে আসা এই আয়ের পরিমাণ ৬৬.১৪ কোটি টাকা থেকে ১১০.৭% বৃদ্ধি পেয়ে একলাফে ১৩৯.৩৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে–যা কার্যত দ্বিগুণ। তদুপরি, বাণিজ্যিক বিভাগের কঠোর টিকেট চেকিং অভিযানের ফলে এই খাত থেকে প্রাপ্ত আয় ২৫.৬৯% বৃদ্ধি পেয়ে রাজকোষে ২৪.৯৫ কোটি টাকা যোগ করেছে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও রেলওয়ে তার স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে এবং ২৩.১৪ মিলিয়ন টন লোডিং রেকর্ড করেছে। কঠোর আর্থিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পূর্ব রেল তার সাধারণ কর্মক্ষম ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১১.৪৪% হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ বিভাগ ১২টি বাণিজ্যিক সম্পদের নিলাম সম্পন্ন করে ২,৩৯,৬৫,৯৯৫ টাকার মোট চুক্তি মূল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে ৪৮,৮৫,৯৮৬ টাকা মূল্যের ৮টি পার্কিং সম্পদ এবং ১,৪১,৬০০ টাকার একটি মেডিকেল স্টোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একইভাবে, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬–এর মধ্যে মালদা বিভাগ ১৪টি বাণিজ্যিক সম্পদ নিলাম করে মোট ২,৫০,৮৬,০১৫ টাকার চুক্তি মূল্য পেয়েছে। মাল্টি–ফাংশনাল ভেহিকল নিলাম থেকে ১,১৫,৫৭,৯৭৮ টাকা, এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ থেকে ৬৭,৭৯,১০০ টাকা এবং ৭টি বিজ্ঞাপন সম্পদ থেকে ৩৭,৬৭,৮১৪ টাকা। এছাড়াও দুটি মেডিকেল স্টোর থেকে ২০,৮৩,৭২৭ টাকা, দুটি সেলুন কিয়স্ক থেকে ২,৮৯,৭৪৫ টাকা এবং একটি পে–অ্যান্ড–ইউজ টয়লেট থেকে ৬,০৭,৬৫০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

পৌর বাজেট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌর নিগম আইনানুযায়ী অষ্টম পৌর বোর্ডের ও ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে চলা প্রথম পূর্ণাঙ্গ পৌর বোর্ডের ১৩ ফেব্রুয়ারি শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট–বরাদ্দ পেশ হল। এদিন দুপুরে মহানাগরিক কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৬–২৭ বাজেট–বরাদ্দ ও চলতি ২০২৫–২৬ সালের সংশোধিত বাজেট–বরাদ্দ পেশ করলেন। এবারের বাজেটে পৌরবাসীর সম্পত্তি কর না বাড়িয়ে বকেয়া বিপুল পরিমাণ বকেয়া আদায় জোর দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে ১,২৬০ কোটি ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৪৫ টাকা সম্পত্তি কর আদায় হয়েছে। চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে এপর্যন্ত আদায় হয়েছে ১,১৬৪ কোটি ৬১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৬৩ টাকা। সুতরাং গতবারের তুলনায় এ পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণে প্রায় ৯৫ কোটি টাকার তফাৎ রয়েছে। তবে চলতি অর্থবর্ষের এখনো দেড় মাস বাকি রয়েছে। চলতি বছরের বাজেটে সম্পত্তি কর আদায়ের বরাদ্দ ছিল ১,৫৮১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। আগামী ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে সম্পত্তি কর আদায়ের বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১,৬০৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পৌরবাসীর জন্য চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় ৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ঘাটতি কমিয়ে ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষের ১১১ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। যদিও চলতি অর্থবর্ষে ২০২৫–২৬ সালের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১২২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। আগামী অর্থবর্ষের মোট আয় দেখানো হয়েছে ৫,৭৯১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট আয় দেখানো হয়েছে ৪,৩৪৮ কোটি ২ লক্ষ টাকা। চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে আয় বরাদ্দ হয়েছিল ৫,৫২৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং চলতি অর্থবর্ষে আয় কম হবে ১,১৭৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এদিকে সম্পত্তি কর আদায় বরাদ্দের তুলনায় ৫৪৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা কম হবে মহানাগরিক বাজেট পেশ অনুযায়ী।

এদিনের বাজেট পেশ পর্বে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌর নিগম এলাকায় ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য ১,৩৭,৮৩৭ জন আবেদনকারীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মোট উপভোক্তার সংখ্যা ৬,৫৮,৪৪৯ জন। ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে মোট ৮০০ কোটি টাকা উপভোক্তাদের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিকে মোবাইল সহ পাকড়াও ৫১

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের ৭ দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রীসহ সর্বমোট ৫১ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইলসহ হাতেনাতে ধরা পড়লো। এতে ৫১ জনেরই এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল করেছে। গতবছর পরীক্ষাকেন্দ্রে ১৮ জন মোবাইলসহ

ধরা পড়ে ছিল। কিন্তু এক ধাক্কায় ধৃতের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে যাওয়ায় কারণ কী সে বিষয়ে পর্ষদ কর্তারা মুখ খুলতে চাননি। পর্ষদ সূত্রে জানা এবার সিংহভাগ ১৫–১৬ বছরের ছোটো–ছোটো ছাত্রছাত্রী অন্তর্বাসের নিম্নাংশে পাতলা পাতলা মোবাইল নিয়ে এসেছে। তাতে এদের ধরা বেশ কঠিন। বিশেষত, বিতর্ক হতে পারে ভেবেই পরীক্ষার্থীদের এই ধরনের দেহ তল্লাশিতে শিক্ষক–শিক্ষিকারা ছাড় দিয়েছে। মাধ্যমিক প্রথমদিন ২ ফেব্রুয়ারি বাংলা পরীক্ষার দিন ১ জন ছাত্রী অন্তর্বাসে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যায়। মোবাইল দেখে উত্তর লেখাও শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে এবারের মতো তাঁর পুরো পরীক্ষা বাতিল হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি পরীক্ষা দিন উত্তর কলকাতার ১ জনসহ মোট ৫ জন পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইলসহ ধরা পড়ে। ৬ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস পরীক্ষার দিন সব থেকে বেশি কলকাতার ৪ জনসহ মোট ১৩ জনের কাছ থেকে মোবাইল ধরা পড়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি ভূগোল পরীক্ষা দিন কলকাতার ৪ জনসহ মোট ১২ জন, ৯ ফেব্রুয়ারি কঠিন প্রশ্নপত্র অঙ্ক পরীক্ষার দিন কলকাতার ১ জনসহ মোট ৮ জন, ১০ ফেব্রুয়ারি ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার দিন ১০ জন, আর এবারের মাধ্যমিকের একরকম শেষ দিন ১১ ফেব্রুয়ারি জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষার দিন ২ জন মোবাইলসহ পরীক্ষাকেন্দ্রে ধরা পড়ে। এদের সকলের পরীক্ষা এবারের মতো বাতিল হল। পরীক্ষাকেন্দ্রে ৩ জনের কাছ থেকে আইফোন ধরা পড়ে। পরীক্ষাকক্ষে মোবাইল নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও ৫ জনের আবার মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা দিতে যে এসেছে, তা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক–অভিভাবিকারা জানতেন। এতে পর্ষদ কর্তা হতবাক।

বাড়ির ছাদে লোহার ছাউনি তথ্য সংগ্রহে নেমেছে কেএমসি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ ১৪৪ টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন বহুতলগুলিতে যততত্র 'আয়রন সেড' দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ওই বহুতলের 'স্ট্রাকচারাল ফাউন্ডেশন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর জন্য ওই বহুতলের বাসিন্দারাও কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। এছাড়াও কলকাতা পৌরসংস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষয়ে তার প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের থেকে বঞ্চিত থাকছে বলে পৌর অধিবেশনে শাসকদলের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে জানান। তিনি পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করেন কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ কোনও বহুতলে 'আয়রন সেড' করতে হলে পৌরসংস্থার থেকে আগাম পৌর আইনমাফিক অনুমতি নেওয়াটা একান্তরূপে বাধ্যতামূলক করা উচিত। বিল্ডিং দপ্তর ওই সমস্ত বহুতলগুলির গঠনগত কাঠামো পর্যবেক্ষণ করে, তবেই যেন তার অনুমতি প্রদান করে। এছাড়াও কলকাতা পৌরসংস্থা এই 'আয়রন সেড' বাবদ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পারে, তাতে পৌর রাজস্ব তহবিল সমৃদ্ধ হবে। তিনি আরও জানান, যেসব বাড়ির মালিক ছাদে লোহার ছাউনি দিচ্ছেন, তা রাজস্বের আওতায় আনা হলে কেএমসি আর্থিক ভাবে লাভবান হবে। আর ছাদে ছাউনি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, নির্দিষ্ট ছাদটি ঘরের সমতুল্য হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে সম্পত্তি করের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে।

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যদি কেউ কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি ছাড়া বাড়ির ছাদে 'আয়রন সেড' দিয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে পৌর আইনানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই জাতীয় আয়রন সেড দেওয়ার অনুমোদন নেওয়ার জন্য পৌরসংস্থার নথিভুক্ত 'স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার' কে দিয়ে বহুতল বাড়িটির 'স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি পরীক্ষা করতে হয়। এবং কলকাতা পৌরসংস্থার নথিভুক্ত এলবিএস(লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ারস্) বা আর্কিটেক্টকে দিয়ে কেএমসি বিল্ডিং রুলস ২০০৯ মোতাবেক 'আয়রন সেডে'র প্ল্যান কলকাতা পৌরসংস্থায় জমা দিতে হয় এবং সেই অনুযায়ী কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং দপ্তর অনুমোদন দিয়ে থাকে। যদি কেউ এটা না নিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিত ভাবে আর যদি 'স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি সার্টিফিকেট না দেয়, তাহলে এটা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।"

কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর সূত্রে জানা যায়, অনেক বাড়ির মালিক কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি ছাড়াই বাড়ির ছাদে লোহার ছাউনি দিচ্ছেন। এ বিষয়ে বিল্ডিং দপ্তরের কাছে আপাতত নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। আগে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের সময়ে ছাদে লোহার ছাউনি দেওয়ার কথা না জানিয়ে দিলে কেএমসি বিল্ডিং রুলস ২০০৯ অনুযায়ী বেআইনি বলেই ধরা হবে। বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়ের সময় এই ছাউনির জন্য বাড়ি ক্ষতি হতে পারে।

সম্মানিত কৃতী এনসিসি ক্যাডেটরা

বুদ্ধদেব মিশ্র : ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম–এর কৃতী ও নিষ্ঠাবান ক্যাডেটদের সম্মান জানাতে ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার লোকভবনে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন্দ বোস। এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল অমরপাল সিং চাহাল (সেনা মেডেল), অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল, এনসিসি ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম–সহ একাধিক বিশিষ্ট আধিকারিক, সম্মানীয় অতিথি এবং গর্বিত ক্যাডেটরা।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ৫৫ জন নির্বাচিত এনসিসি ক্যাডেটকে রাজ্যপালের পদক প্রদান। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর শাখাভুক্ত এই ক্যাডেটদের এনসিসি প্রশিক্ষণে অসাধারণ দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, সমাজসেবা এবং জাতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সেরা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী এনসিসি ইউনিট এবং সেরা গ্রুপের হাতে ট্রফি ও ব্যানার তুলে দেওয়া হয়, যা তাঁদের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হয়।

রাজ্যপাল বিশেষভাবে প্রশংসা করেন প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেড ও রিপাবলিক ডে ক্যাম্প ২০২৬–এ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম এনসিসি কন্টিনজেন্টের সাফল্যের জন্য। উল্লেখযোগ্যভাবে ক্যাডেট সার্জেন্ট প্রীতি শর্মা দেশজুড়ে ১৭টি এনসিসি ডিরেক্টরেটের মধ্যে সিনিয়র উইং–এর সেরা বিমান বাহিনী ক্যাডেট হিসেবে নির্বাচিত হন। আরডিসি কন্টিনজেন্ট 'বেস্ট লাইন এরিয়া' ট্রফিও অর্জন করে, যা তাঁদের শৃঙ্খলা, ড্রিল এবং চমৎকার প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এনসিসি যুবসমাজের চরিত্র গঠন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ তৈরি করার মাধ্যমে এনসিসি জাতি গঠনে এক অনন্য অবদান রাখছে। সম্মাননা প্রদান শেষে অনুষ্ঠানের পরিবেশ হয়ে ওঠে গর্ব ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত সকলেই পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের সাফল্যে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। রাজ্যপালের এই পদক প্রদান অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের যুবসমাজের শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং সেবার মানসিকতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আগামী প্রজন্মকে উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য শ্রীশ্রী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১৩১তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংঘের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, বেলডাঙার স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী (কার্তিক মহারাজ) মহারাজ সহ প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ, ক্লাব, মন্দির সংগঠন, স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

যোগাযোগ: উত্তর সিকিমের লাচেন ভ্যালির সঙ্গে পুনরায় সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে থারুম স্টিল ব্রিজের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০২৩ সালের ভয়াবহ বন্যার পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি পুনর্গঠনের জন্য দ্রুতগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিআরও। তিস্তার উপনদী তারাম চু নদীর উপর নির্মিত এই স্টিল সেতুটি চালু হলে লাচেন এবং পার্শ্ববর্তী উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত অনেক সহজ হবে। বিশেষ করে পর্যটনকেন্দ্র যেমন গুরুডংমার লেক ও ইয়ামথাম ভ্যালিতে যাওয়া আরও স্বাভাবিক হবে।

ছবি : নিজস্ব

আলচনা : 'বিয়ন্ড দ্যা প্ল্যে–বুক : পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য আধুনিক নেতৃত্ব' শীর্ষক একটি সভার আয়োজন করলো মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। বক্তব্য রাখছেন ক্রিসিল–এর প্রাক্তন সিইও ও বিশিষ্ট ব্যবসায়িক নেতৃত্ব রূপা কুটবা। উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআইয়ের কাউন্সিল অন লিগ্যাল অ্যান্ড কর্পোরেট গভর্ন্যান্স–এর চেয়ারপার্সন মমতা বিনানি।

ছবি : নিজস্ব

অভিযান : শব্দ দূষণকারী হওয়া হর্ণ, বেআইনিভাবে লাগানো এবং বাজানোর বিরুদ্ধে, ট্রাফিক পুলিশের অভিযান বাঁকুড়ায়।

ছবি : নিজস্ব

সাফল্য : ৪ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লিতে হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ কিকবক্সিং অর্গানাইজেশনস (ওয়াকো) আয়োজিত পঞ্চম ইন্ডিয়া ওপেন ইন্টারন্যাশনাল কিকবক্সিং কাপ। যেখানে ভারত ছাড়াও উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, ইরাক, আলজেরিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি দেশের প্রায় ১০০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় বাংলা থেকে ১২জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে মোট ২০টি পদক লাভ করেছে। তার মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রতিযোগীরা ৩টি সোনা ও ৮টি আর রুপো পদক সহ মোট ১১টি পদক জয় করেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার হয়ে ৪ জন কিকবক্সিং খেলোয়াড় গুরান্স সিং, রূপঙ্কর রায়, ঈশ্বর মাঝি ও ফিরোজ খান দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে নজরকাড়া সাফল্য পান।

ছবি : নিজস্ব

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

ঐতিহ্যের হাত ধরে এখনও উজ্জ্বল দুটি বিদ্যালয়

প্রতীক পাল

রানাঘাট নদীয়া জেলার এক প্রাচীন শহর নানা মন্দির সম্বলিত ইতিহাসে পরিপূর্ণ এই শহরে প্রাচীন স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি স্কুল তুলে ধরা হচ্ছে আমাদের এই বিভাগে।

পাল চৌধুরি বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

সিপাই বিদ্রোহের পূর্বে ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয় রানাঘাট পাল চৌধুরি উচ্চতর বিদ্যালয়ের। রানাঘাটের তৎকালীন জমিদার গোপাল পাল চৌধুরি প্রতিষ্ঠা করেন এই বিদ্যালয়ের। বিশাল স্কুলগৃহ নির্মাণ করা হয় সেই সময়ই কিন্তু পুরানো সেই ঘর এখন আর নেই। পরবর্তীকালে তৈরি হয় নতুন এই স্কুল বাড়িটি। তবে শুধু মাত্র অফিসটি রয়েছে সেই বাড়িতে যার নাম সুকুমার ব্লক। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই স্কুলের গোড়াপত্তন। তাই এখনও ফলকে জ্বলজ্বল করছে পাল চৌধুরি ইংলিশ স্কুল নামটি। প্রথমে শুরু হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হিসেবে। পরবর্তীকালে সরকারি স্কুল হিসেবে এগিয়ে চলেছে। মাঝে বংলা মাধ্যম হিসেবে চললেও গত ৩ বছর ধরে আবার ইংরেজি মাধ্যম হিসেবে আবার শুরু হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এছাড়াও অসংখ্য কৃতি ছাত্ররা এই স্কুল থেকে পাশ করেছে। সাহিত্যিক তথা রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্কুল ক্রীড়া সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিকেও এই বিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে। উল্লেখ্য এই বছর সরস্বতী পুজোর দিন ২৩ জানুয়ারি উৎযাপন করা হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে, যা সকলের কাছে খুবই প্রশংসীত। বর্তমান প্রধান শিক্ষক হলেন সুস্মীত নারায়ণ কুণ্ডু।

অন্যদিকে, রানাঘাটের আরেকটি স্কুল ভারতী স্কুলের ভারতী সংঘ ক্লাবের তত্ত্বধানে শুরু হয়, এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৩ সালে। যদিও এর আগেও স্কুল

ভারতী স্কুলের প্রদর্শনীতে ভগবানজী

চলতো। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুবোধ রায়। সাংস্কৃতিক বিভাগে এই স্কুল অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। ২০২৫ সালে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়াও বহুবার জাতীয় স্তরে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাম উজ্জ্বল করেছে স্কুলটি। এছাড়াও সিএবি–র বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এই স্কুলটি। সর্বপরি ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের বিস্তার ঘটিয়েছে।

এই বছর সরস্বতী পুজোর বিশেষ আর্কষণ ছিল রানাঘাটের ভারতী স্কুল। কারণ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন সহ অজ্ঞাত জীবনের অধ্যায় সুনিপুনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। যেখানে উঠে এসেছিল আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, রানী ঝাঁসি রেজিমেন্টের ইতিবৃত্ত সহ গুমনামী সন্ন্যাসীর অধ্যায়ও। বর্তমান প্রধান শিক্ষক হলেন মৃন্ময় দে।

পড়াশোনার মান উন্নয়নে হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়

অভীক মিত্র : মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, বিভিন্ন মনীষীদের ছবি, স্মরনীয় দিন, জরুরি ফোন নম্বর, ফুলগাছ, সবজি বাগান, ভেষজ বাগান ইত্যাদির সম্ভারে সজ্জিত খয়রাসোল ব্লকের বড়রা হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের গেটে ঢুকতেই চোখে পড়বে সমস্ত কিছু চিত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজসচেতন বা পরিবেশপ্রেমী, বাস্তবমুখী হিসাবে গড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর একটা অঙ্গ। বচনাবলী থেকে শোনা যায় শিশু ও ফুলগাছ যারা ভালোবাসে তাদের মন নাকি সরল হয়। খয়রাশোল ব্লকের কাঁকড়তলা থানার বড়রা হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়। কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রী রয়েছে মোট ২৬৫ জন। বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা মিলল নানান ধরনের নানা রং এর ফুলগাছে সুসজ্জিত বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী বলেন, কচিকাঁচাদের লেখাপড়ার সাথে সাথে পরিবেশপ্রেমী করে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কচিকাঁচারা বয়সে ছোটো হলেও গাছের পরিচর্যার বিষয়ে তারা সকলেই সচেতন। একটা ফুলও তারা নষ্ট করে না। সচরাচর এতো সুন্দরভাবে সাজানো

গোছানো প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব একটা চোখে পড়ে না। সম্প্রতি স্থানীয় একটি মেলা ঘুরে দেখানোর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বড়রা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের অর্থানুকুল্যেও বিদ্যালয় সেজে উঠেছে। পড়ুয়াদের সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য তবলা, হারমোনিয়াম, সাউন্ড সিস্টেম কেনা হয়েছে বিদ্যালয়ের তরফে। সর্বশেষে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কথায়– 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' কবির অঙ্গীকার এখানে কচিকাঁচাদের মধ্যে পালনের চিত্র শিক্ষকদের মধ্যে লক্ষনীয়।

সাবর্ণ পরিবারের ইতিহাস প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : কলকাতার বেহালা অঞ্চলের বড়িশাতে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বড়বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল ২০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনী ২০২৬। ৮–১১ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে দেবর্ষি রায় চৌধুরী সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে। সূচনা অনুষ্ঠানে হাজরি ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, বিশিষ্ট অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, জাপান রাষ্ট্রদূতের উর্ধ্বতন আধিকারিক, নিউ আলিপুর কলজেরে অধ্যক্ষ ও আরও অন্যান্য গুণীজনেরা। এবারের এই প্রদর্শনীর মূল ভাবনার দেশ ছিল জাপান। সেদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংক্রান্ত উপাদানে সেজে উঠেছিল এই প্রদর্শনী। কয়েকজন ব্যক্তিগত

সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকে বিষয় সংক্রান্ত সংগ্রহ, অলঙ্কার, কাগুজে নথি, ছবি, বই, মুদ্রা এসব সংগ্রহ ও এখানে প্রদর্শন করা হয়েছিল। নিউ আলিপুর কলেজ ও বেহালা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যোগদানে এই অনুষ্ঠানের জৌলুস বৃদ্ধি লাভ করে। সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের বড়বাড়ি চত্বরে সুসজ্জিত ভাবে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। ভারতীয় ও জাপানী সংস্কৃতির যৌথ আধিক্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র কে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সূচনা পর্বে বড়বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠান মঞ্চে সকল অতিথিদের হাতে বিবিধ উপহার তুলে দেওয়া ও তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠান। জাদুকর পি সি সরকার ও তাঁর বাবার জাপান যাত্রা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী ও এই প্রদর্শনীর অন্যতম অংশ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। বিগত বছরগুলির মতো এবছর যথেষ্ট সফল ভাবেই দর্শকদের মন জয় করেছে এই ইতিহাস উৎসব ও প্রদর্শনী।

গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শতকের ৯০–এর দশকে অক্লান্ত সাহিত্য ও সৈনিক অমৃতলাল পাড়ুই প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির বিস্তৃত কর্মকাণ্ড একদা গোটা জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পত্র–পত্রিকাকে এক ছাদের নীচে আনতে পেরেছিল। সাহিত্য–চর্চা ও তার ছড়িয়ে পড়ার এমন উদ্যোগ এই

রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিকেও আগ্রহী করে তুলেছিল। ২০১৮ সালে অমৃতলালবাবুর প্রয়াণের পরে জেলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সাহিত্য–চর্চার প্রয়াসে কিছুটা হলেও ভাটার সঞ্চার হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেও সমিতির নামখানা–কাকদ্বীপ–মাথুর–ডায়মণ্ডহারবার–পশ্চিম পুটিয়ারী, হরিদেবপুরে প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রতিবছর আয়োজিত হয়ে চলেছে সাহিত্য অনুষ্ঠান।

এই সমিতির পশ্চিম পুটিয়ারী–হরিদেবপুর শাখা আয়োজনে ২৭ তম বার্ষিক সাহিত্য সভাটি আয়োজিত হয়েছিল ১ ফেব্রুয়ারী। তারুণ্য পত্রিকার পরিচালন গোষ্ঠীর উদ্যোগে তরুণ দল ক্লাবের দোতলায় বসেছিল এই সভা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা, কাকদ্বীপ, মাথুর, আমতলা, ফলতা, সোনারপুর, বেহালা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এসেছিলেন গুণী ও সাহিত্য–প্রেমী মানুষজন। এছাড়া হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও কলকাতার নানা প্রান্ত থেকে কবি–সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়েছিল এদিনের সভা। উপস্থিত ছিলেন নবরূপা জোনাকী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রাক্তন শিক্ষক চিত্তরঞ্জন দাস ও অনন্যা শুক্তি পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানা। প্রসঙ্গতঃ চিত্তরঞ্জন দাস এই সময়ে সমিতির সভাপতিও বটে। ভাষণে উঠে এলো এ সময়ের লিটল ম্যাগ গুলির বিবিধ সমস্যা ও সেগুলি থেকে কাটিয়ে ওঠার কিছু পথ–সন্ধান। এই অনুষ্ঠানে আয়োজনের সহযোগীতায় এই এলাকার নানা পত্রপত্রিকার সক্রিয় ছিল। বিধান সাহা (কচিকাঁচা সবুজসাথী), বিজন চন্দ (আকাশ বলাকা), বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (শুভ প্রত্যাশা) প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শেফালী সরকার, কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস, পাপিয়ে দে দাস, মিনু প্রধান মণ্ডল, বিজয় দাস, গুণেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য, ভরত বৈদ্য, রীতা ঘোষাল, রীতা বোস, প্রবীর কুমার নন্দী, ভীম ঘোষ, দত্তা রায়, উদয় চক্রবর্তী, অজয় মিশ্র, অশোকানন্দ, শ্যামল বিশ্বাস, আরতি দে, অসীম চক্রবর্তী, বিধু বদন মণ্ডল সহ প্রায় ৫০ জন কবি সাহিত্যিক। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন তারুণ্য সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি টানটান সঞ্চালনায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেন মুক্তা চক্রবর্তী।

অথ লোকনাট্য কথা / শেষপর্ব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

কোলকাতায় সর্বপ্রথম লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাটক করেছে শোভনিক নাট্যদল। শৌভনিক দল রাসবিহারীর কাছে ম্যারাপ বেঁধে বহু নাটক করেছে। সমস্ত কলাকুশলী মঞ্চের একেবারে শেষে বা কোন একটি কোণে মেকাপ অবস্থায় বসে থাকে। যার যখন প্রয়োজন সেখানে উঠে এসে সংলাপ বলছেন ও অভিনয় করছেন। এটাই লোকনাট্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সত্যি বলতে অন্য থিয়েটারের 'মাধব মালঞ্চীকইন্যা' ও লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো নাটক। কাহিনি ময়মনসিং গীতিনাট্য। অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো নাটক। শহুরে শিল্পীদের দ্বারা অভিনিত মঞ্চ সফল নাটক। অভিনয় করেছিলেন সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত ও লাল অর্থাৎ সুমন মুখার্জী, বিভাস চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। অজিতেশ বাবুর Three Penny Opera অবলম্বনে তৈরী তিন পয়সার পালা নাটকটি ও লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো। ইদানিং তিন পয়সার পালা অনির্বাণ ভট্টাচার্য নতুন করে রিমেক করেছে অবশ্যই লোকনাট্যের ঢঙে। আভাস–এর সুন্দর বিবির পালা লোকনাট্যের আর একটা নমুনা। নবময়ুখ দলের ভদ্রেশ্বরীর গল্প একটি অপূর্ব লোকনাট্য। ঋষি মুখার্জী খুব দক্ষ হাতে নাটকটি প্রয়োগ করেছে। মানিক মণ্ডলের বাজে থিয়েটার সুন্দরী, বারো তীর্থের গা প্রভৃতি। প্রত্যেকটিই গীতিকা এবং তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে লোকনাট্যের আঙ্গিকে মেলে ধরে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। রূপভান তো বহু সাড়া জাগানো নাটক। একে নিয়ে যাত্রা থিয়েটার সিনেমা সবই হয়েছে। নাটকগুলির প্রধান আকর্ষণ শুধু অভিনয় নয়, গানগুলি ঐ নাটকগুলির আসল সম্পদ। এছাড়া ভেলুয়া সুন্দরী, সোনাই সুন্দরী, কমলা কইন্যা প্রভৃতি লোকনাট্যের আঙ্গিক ও ঘরানার নাটক। গিরিশ কর নাড়ের নাগ মণ্ডল এই ঘরানার নাটক। বর্ধমান পানাগড় তেপান্তরের এবং আমরা নাট্যদলের কল্লোল ভট্টাচার্যরা এই আঙ্গিকের বহু নাটক করেছেন বলে খবর আছে। ঐহিকের থোড় বড়ি খাড়া, বঙ্গকর্মীর বেটী আয়ি, জোছন দস্তিদারের কর্ণিক, মনিশ মিত্রের ভারত কথা, নিভা আর্টস–এর মল্লিকা সেনগুপ্তের সীতায়ন ও এই ঘরানার নাটক। সর্বশেষে অনীক এর বুক ঝিম ঝিম ভালবাসা কিংবা নির্বাক অকাদেমীর বিনোদিনীকে নিয়ে আমার কথা ও লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো নাটক।

উৎপল দত্ত এবং শম্ভু মিত্র মহাশয়রাও লোকনাট্যের আঙ্গিককে উপেক্ষা করতে পারেন নি। চাঁদ বণিকের পালা কিংবা টিনের তলোয়ার–এ লোকনাট্যের আভাষ দেখতে পেয়েছি। নটধা নাট্যদলের শিব মুখার্জীর নটী কথা লোকনাট্যের রাধুনী দিয়েই তৈরী নাটক। বেশ কয়েক বছর আগের যাদবপুর ব্যতিক্রমীর কালো ব্যাগ ভগবান–

দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল, প্রথমটি মানুষ চেয়ে ছাগল দামী। দ্বিতীয়টি রাম–রাবণের যুদ্ধ। দুটি নাটকই লোকনাট্যের আঙ্গিকেই তৈরী। অতি সম্প্রতি থিয়েটার ওয়ার্কশপ বিয়ে গাউনি কাঁদন চাঁপা নাটক মঞ্চস্থ করেছে একেবারে লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো। মিনার্ভা রেপোর্টারির দেবী সর্পমস্থা নাটকটি আধুনিক সেট ব্যবহার করেও নাটকটি লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের নাট্যদলগুলির কয়েকটি নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রায় সবগুলি নাটকই ময়মন সিং গীতিকা প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা অবলম্বনে তৈরী নাটক। সবগুলিই লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো। যেমন মহুয়া, মলুয়া, দস্যু কেনা রামের পালা, রূপবতী রূপ ভানকইন্যা, কঙ্কওলীলা, দেওয়ান–মদিনা, রতন ঠাকুরের পালা, সুন্নমালার পালা, হরিণ কুমার জিয়লনী কন্যার পালা, কমল সদাইগর সুজাতনয়ার বিলাপ(হাওলা), দুরত জামাল অধুয়া ডট কম এই শ্রেণীর নাটক। পরুলিয়ার সপ্তর্ষি দলের মন্ত্রী নিলাম কিংবা ইজয়া বিজয়া দণ্ডবতী লোকনাট্যের ঢঙেই সাজানো।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে–গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র লোকনাট্যের দল। এরা কখনও খবরের শিরোনামে আসেনি, কারণ তাদের নিয়ে কোনো মিডিয়াই দুলাইন খরচ পর্যন্ত করেনা। তাই তারা ব্রাত্যই থেকে গেল চিরটা কাল। উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের বহু এমন ধারার নাট্যদল এখনও মরে মরে ও বেঁচে বর্তে আছে। তাদের কথা আজ আরও বেশী করে মনে পড়ছে। অতি সম্প্রতি জানতে পেরেছি অতীশচন্দের মহাভারত রঙ্গভুমি তাদের পরবর্তী প্রযোজনা স্থির করেছেন ''শিবমঙ্গল কাব্য'' গ্রামীণ লোক শিল্পীদের নিয়ে। এই সঙ্গিত বহুল পালাটি লোকনাট্যের আঙ্গিকেই মঞ্চায়িত হতে চলেছে শ্রীমান অতীশচন্দের হাত ধরে।

অবশ্য সুচনাপর্বে এই লোকনাট্য ও তার কলা আজকের সুদৃশ্য মঞ্চে অভিনয় কলাকুশলে সমৃদ্ধ ও জমজমাট নাট্যকলা থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আজ যেমন নাটকের চরিত্র রূপদানকারীরা সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসাবে অভিনয় কলার মাধ্যমে নিজের আনন্দের বহিপ্রকাশের সঙ্গে অপরকেও আনন্দদান করছে – সেদিক থেকে সুচনা পর্বে – আনন্দ উৎসব নয়, বরং সে যুগের মানুষ চার পাশের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এবং তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদেই এই কলার প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছিল। মানুষ কখন কোন কাল বা কোন শতাব্দী থেকে যে এ অনুকরণ ও অন্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে ও নিজে আনন্দ পাচ্ছে সেই সঙ্গে অপরকেও আনন্দ দান করে আসছে তা সঠিকভাবে আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে মানব সভ্যতার ঊষাকালেই যে এ কলার উদ্ভব ও বিকাশ একথা আজ লোক বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা থেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে লোকনাট্য বা লোকনাট্যকলা বলতে এমন এক জাতীয় গীত অভিনয় ও অভিনয় কলার কথা বলা হয়েছে যে কাহিনীর রচক, গীত অভিনয়ের দর্শক, শ্রোতা কলাকুশলী, পাত্র পাত্রী থেকে নর্তক নর্তকী সবাই পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর ও সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন প্রান্তিক লোকসমাজ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে যে এই জাতীয় কাহিনী কলার অভিনয় বা নাটকীয় কোন ফর্ম বা লিখিত রূপ নেই। প্রাচীন কাল থেকেই এ কলার বিভিন্ন কাহিনী ও রূপ সাধারণ মানুষের স্মৃতি ফলকে রক্ষিত হয়ে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সেদিক থেকে এ কলা যেহেতু সাধারণ প্রান্তিক লোকসমাজে উদ্ভুত ও সাধারণ লোকসমাজেই এর ব্যাপ্তি সুতরাং একে লোকনাট্যকলা বলাই শ্রেয়। প্রখ্যাত লোকবিজ্ঞানী ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য। আবার লোকবিজ্ঞানী মানিক সরকারের মতে লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি–প্রত্যুক্তি সহজ সরল বলিষ্ঠতার সাথে লোকগীত নৃত্য সংলাপ লৌকিক বাদযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজু দৃঢ় ভাবভঙ্গি দ্বারা উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ হয় তাই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য বা ফোক ড্রামা।

প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ধারাকে আমরা মোটামুটি তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। যেমন খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ধারাকে প্রাচীন যুগ, দ্বাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য যুগ ও পরবর্তীকালের ধারাকে আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বার বার মনে হয় আমাদের আজকের নাটক থিয়েটার যদি যাত্রা থেকে উঠে আসতো তবে সেটা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি বা আমাদের ঘরের সংস্কৃতি হয়ে উঠতে পারতো, সেটা কাম্য ছিল। ভাবলে অবাক হতে হয় সামান্য কথকথা পুরাণ–রামায়ণ–মহাভারত বা মনসা মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল অর্থাৎ মঙ্গল কাব্যকে অবলম্বন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কথক ঠাকুরের সুর ছন্দে গান গেয়ে মানুষকে বা মানুষের চিত্তবিনোদন করতো ও রুজি রোজগার করত, সেই থেকে কালে কালে বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে আজকের লোকনাট্য।

সারা বাংলা কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ ফেব্রুয়ারী শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবন হলে মাসুন্দী মহিমা চরণ মিশ্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটির পত্রিকা জ্ঞান ও চেতনার একাদশ বর্ষ সংখ্যা প্রকাশ ও সাহিত্য–পাঠ ও সম্মাননা প্রদানের আসর বসেছিল। উপস্থিত ছলিনে শতাধিক কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীত শিল্পী। দুপুর ১টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ৬ টা পার করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব সুষ্ঠ সঞ্চালনা করলেন মুক্তা চক্রবর্তী, শিল্পী সর্বানী চ্যাটার্জী, বিজন চন্দ ও অদৃশ্যনাথ স্বয়ং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণেন্দু দে, বিশিষ্ট কবি মৃণালকান্তি সাহা, সোমনাথ ব্যানার্জী, রবীন কুমার দাস, শিব শঙ্কর বক্সী, কৌশিক শীল, পাপিয়া দে দাস, আরতি দে, মিনু প্রধান মণ্ডল, বিক্রমজিৎ ঘোষ, বিশ্বনাথ অধিকারী, শেফালি সরকার, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ। নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ

২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া ও কলকাতার কবি সাহিত্যিক ও গুণীজনেরা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে এক উচ্চতর স্তরে তুলে এনেছিলেন। এঁদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল ৩ ফেব্রুয়ারি বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমানে কয়েকটি গ্রামের পিছিয়ে–পড়া মানুষজনদের মধ্যে কম্বল, অন্ন–বস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে।

বিনি সুতোর রুপোলি রেখা

সৃজিতা মালিক : ১১ ফেব্রুয়ারি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ড. ত্রিগুনা সেন অডিটোরিয়ামে ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অফ জেরোন্টোলজি, রিজিওনাল রিসোর্স এন্ড ট্রেনিং সেন্টার অন এজিং এর উদ্যোগে একটি সুন্দর সমাপ্তি সূচক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বিনি সুতোর

রুপোলি রেখা' সম্পন্ন হল। এই সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবীণ মানুষদের নিয়ে নানা গবেষণামূলক এবং সামাজিক কাজ করে আসছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সংস্থার ডিরেক্টর ইন্দ্রানী চক্রবর্তী তার বক্তব্যে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে তাদের এই সংস্থা প্রবীণ মানুষদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ৬০ বছর হলেই মানুষের আর কোন ভূমিকা নেই একথা ঠিক নয়। আরো অন্তত ২০ থেকে ২৫ বছর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে এই সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও তাদেরও যে সমাজে ভূমিকা আছে এই ব্যাপারে সংস্থা বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রচুর প্রবীণ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। আগামী এপ্রিল মাসেও আরও একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হবে যেখানে ডান্স থেরাপির মাধ্যমে কি করে সুস্থ থাকা যায় তার ওপরে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রথমে উদ্বোধন সংগীত পরিবর্তন করেন প্রণতি সিনহা। তারপর দুটি শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক এবং রশ্মি। কলকাতার কপালকুণ্ডলা এবং তীব্র দহন শ্রুতি নাটক দুটি প্রবীণ মানুষদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তারপর কবিতা আলেখ্য নিবেদন করে ঋতরশ্মির ছাত্রছাত্রীরা। শেষে ছিল জি বাংলা খ্যাত প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী সমদীপ্তা মুখার্জির গান। তার সঙ্গীত শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী রশ্মি। সামগ্রিকভাবে এদিনের অনুষ্ঠানটি সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। **ছবি : অরুণ লোধ**

পুস্তক সমালোচনা

৬২টি ছোটদের ছড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটদের উপযোগী ৬২টি ছড়া কবিতা নিয়ে মুকুল মাইতির নতুন গ্রন্থ ছোটদের ছড়া ও কবিতা। ছোট্ট ভূমিকা অংশে কবি বলেছেন, ছোটদের জন্য গল্প, ছড়া, কবিতা লিখতে আমার ভালো লাগে। এই ভালো লাগা থেকেই ছোটদের লেখায় ব্রতী হয়েছেন তিনি।

গ্রন্থের প্রথম ছড়া পালোয়ান। ৮ পংক্তির এই ছড়াটিতে খ্যাংরা কাঠি পালোয়ানের ছোট্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন। শেষ দুই পংক্তিতে তার চাওয়া ফুটে উঠেছে, শীত ঠেকাতে চাইছিল সে/ আলো তো নয় আলোয়ান। বারো পংক্তির ছড়া ফেসবুক। প্রথমেই কবি বলেছেন, শোন ফেসবুক/ তোরই কল্যাণে/ কত কথা যায় জানা। আবার সবশেষে বলতে পেরেছেন, ফেসবুক তুই/ সবার বন্ধু/ শেষ করি ছড়া গড়া। কালবৈশাখী, বৈশাখী ঝড়, আয়লা, বৈশাখী দিন –নিয়ে ছড়া গুলো উল্লেখযোগ্য হয়েছে।

শরতের ছবি ধরা পড়েছে শরতের আকাশখানা এবং শিউলি ফোটানো শরৎ তোমার ছড়া দুটিতে। মনে পড়ে গাঁয়ের কথা ছড়াতে ফুটে উঠেছে ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি। শেষ দুই পংক্তিতে বলেছেন, হায় রে আমার সোনাঝরা গ্রাম/তোমাকে যায় না ভোলা। তেমনি বদলে গেছে গাঁয়ের ছবি ছড়াতেও ফুটে উঠেছে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা গ্রামের ছবি।

ভূত নিয়ে অনেকগুলো ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। ভূতের বাড়ি, ভূতের ছানা, মেছোভূতকে ধমকী, সেদিন সাঁঝে, ভূতের ঘরে, ভূতনাথের ভূত দেখা, রাত দুপুরে ভূতের ছড়া, ভূত থাকুক ভূতের মত, বীরপুরুষ, সর্ষেতে ভূত, ভূতের ভাগনে– ছড়াগুলো ভূতকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। 'আমার ছড়া ছড়িয়ে দেব' ছড়াতে কবি বলেছেন, আমার ছড়া ছড়িয়ে দেব/ বিশ্ব ভুবন মাঝে।/ সুরভিতে ভরিয়ে দেবে/ সকাল বিকাল সাঁঝে।

গ্রন্থের শেষ ছড়া 'মরুর জাহাজ'। ২৬ পংক্তির দীর্ঘ ছড়াতে উটের পরিচয় ফুটে উঠেছে। শেষ দুই পংক্তিতে কবি বলেছেন, গল্প আরও রইলো বাকি এক সাথে কি হয়?/ পরের বারে শুনিয়ে দেবই আজকে আর নয়।

সহজ সরল ভাষায় ছড়াগুলোর অবয়ব নির্মাণ করেছেন কবি। ছড়াগুলো সহজেই মনকে অধিকার করে নেয়। অবি সরকারের অলংকরণ ছড়াগুলোকে মূর্ত করে তুলেছে। এছাড়া তাঁর রঙিন প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে।

ছোটদের ছড়া ও কবিতা– মুকুল মাইতি। প্রকাশিকা : শেফালি মাইতি, ২২৫, শ্রীরামপুর, নর্থ গড়িয়া, কলকাতা – ৭০০০৮৪, মূল্য – ১০০ টাকা।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ১০৪ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল অসীম কুমার ঘোষ। তিনি বাঙালি, হাওড়া জেলার কদমতলার বাসিন্দা।

অনুষ্ঠানে প্রবীণ ৬ জন বর্ষিয়ান সাংবাদিককে 'রোল অফ অনার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিকরা হলেন মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল বিশ্বাস, শেখর সেনগুপ্ত, প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস সুর, রণেন্দ্রনাথ মুখার্জী, বর্ধমানের তারকনাথ রায়, দেবযাণী লাহা ঘোষ, শ্যামল লস্কর সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস দাস, শ্যামল মুখার্জী, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক। এদিন মহামান্য রাজ্যপাল অসীম কুমার ঘোষ সাংবাদিকদের আর্থিক ৫ লাখ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

সাহিত্যসভা ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া বড়জোড়া বিডিও অফিসের সভাঘরে স্থানীয় মউল পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্যসভা ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান হল। পত্রিকা গোষ্ঠী ১১ বছর ধরে নিরলস ভাবে মউল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতার বই প্রকাশ করে চলেছে। সম্পাদক ও লেখক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে দামোদরের এপার ওপার থেকে নবীন, প্রবীণ, সম্পাদক, সাহিত্যিক, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এসেছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। ১১টি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজন সেনগুপ্ত, প্রণব হাজরা, অতনু চট্টোপাধ্যায়, সুজয়কৃষ্ণ ঘোষাল, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর কারক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকগণ। সভায় খালি গলায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অলক্তিকা চক্রবর্তী। অতিথি বরণ পর্বের পর স্বাগত ভাষণ দেন, পত্রিকা ও প্রকাশনা গোষ্ঠীর প্রধান প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে লিটিল ম্যাগাজিনের ভূমিকা এবং জেলা ও রাজ্যের সাহিত্য চর্চা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন প্রণব হাজরা। এছাড়াও দুই প্রবীণ ব্যক্তি বিজন সেনগুপ্ত, সুজয় কৃষ্ণ ঘোষাল বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। মাটির কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাদের কি আমরা ভুলে যাচ্ছি? নাকি দূরে সরে সরে যাচ্ছে। বড়জোড়ার মাটির সন্তান, বিশিষ্ট

কথাসাহিত্যিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী চলছে এবছর। অনেকেই জানেন না এই মানুষটির জীবন চর্চা ও সাহিত্য চর্চার কথা। সংক্ষেপে পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের বড়ছেলে অতনু চট্টোপাধ্যায়। মউল সম্পাদক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'প্রান্তজনের আখ্যান'–এর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট ১৫টি ছোট গল্প নিয়ে এই বই। গল্পগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পাঠ প্রতিক্রিয়া পেশ করেন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনা পর্যালোচনার পাশাপাশি কবিতা পাঠের আসর বসে অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে। মউল পত্রিকার উৎসব ও বইমেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন বিশিষ্ট গল্পকার ও সম্পাদক গৌর কারক। সূচনা থেকে কবিতা পাঠের আসর পর্যন্ত সূচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য।

কচিকাঁচাদের অভিনয়ে মুগ্ধ করলো বাঁকুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুশুনিয়া ঐকতান একটি শিল্প–সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, যারা দীর্ঘদিন ধরেই থিয়েটার ও নাটকের মাধ্যমে সমাজে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে চলেছে। কখনও একটি গাছ অফুরন্ত প্রাণ, কখনও ফাল্গুনী, আবার কখনও আমাদের বর্ণপরিচয়–নানান প্রযোজনার মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করেছে তারা। তবে এবার একেবারে অভিনব ধাঁচে, কচিকাঁচাদের নিয়ে মহাশ্মশানের মধ্যে নাটক পরিবেশন করে এক নতুন ইতিহাস গড়ল শুশুনিয়া ঐকতান। বাঁকুড়া পলাশতলা মহাশ্মশানে অনুষ্ঠিত হল শুশুনিয়া ঐকতানের জঙ্গল নাটক 'যক্ষ নরের পালা'। নাটক শুরুর আগে পবিত্র মাটিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় একটি সেমিনার। সেমিনারের বিষয় ছিল 'বাঁকুড়া থিয়েটারে মহিলা শিল্পী'। এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, বাঁকুড়া থিয়েটার অ্যাকাডেমির সম্পাদক

অরুনাভ ব্যানার্জি, প্রণতি দেবী, থিয়েটারপ্রেমী নদিয়া ইন্দু বিশ্বাস, ঝিনুক দুয়ারী এবং শাশ্বতী দেবী।

এরপর শুরু হয় জঙ্গল নাটক 'যক্ষ নরের পালা'। শ্মশানের অন্ধকারে মশাল জ্বেলে ও বোনফায়ারের আলোয় নাটক পরিবেশন হওয়ায় দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয় এক অন্যরকম আবহ। কচিকাঁচাদের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে যান থিয়েটারপ্রেমী মানুষজন ও বিশিষ্ট অতিথিরা।

বাঁকুড়া থিয়েটার অ্যাকাডেমির সম্পাদক অরুনাভ ব্যানার্জি বলেন, 'এই ভাবনা নিয়ে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। যেভাবে কচিকাঁচারা নাটকটি পরিবেশন করলো তা প্রশংসারই যোগ্য। শ্মশানের মধ্যে প্রাকৃতিক আলোয় মশাল জ্বেলে নাটক করা সত্যিই অসাধারণ। শুশুনিয়া ঐকতান আরও এগিয়ে যাক।' শুশুনিয়া ঐকতানের কর্ণধার কৌশিক মণ্ডল বলেন, 'নাটকটি একেবারে অন্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বলেই আমরা পলাশতলা মহাশ্মশানে অভিনয় করেছি। দর্শকরা খুব খুশি হয়েছেন, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।' নাটকের অভিনেতা রজত কর্মকার বলেন, 'দর্শকদের ভালো লাগা আর আনন্দই আমাদের আগামী দিনের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।'

আতশ কাচে

শুটিংয়ে পদক

নতুন দিল্লিতে এশিয়ান রাইফেল/পিস্তল চ্যাম্পিয়নশিপে শুটিংয়ে ভারত জোড়া পদক জয় করেছে। ভারতের আকৃতি দাহিয়া মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে ৩৫৪.২ পয়েন্ট রুপো জিতেছেন। ৩৪০.৪ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন অঞ্জুম মুদগিল। মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশন টিম ইভেন্টে ১৭৫৬ পয়েন্ট নিয়ে রুপো জিতেছেন ভারতের আকৃতি দাহিয়া, অঞ্জুম মুদগিল এবং আশি চৌকসি।

ভারতের সোনা

ভারতের তেজস্বীন শঙ্কর চিনের তিয়াজিনে আয়োজিত এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের হেপটাথালনে সোনা জিতেছেন। ৫৯৯৩ পয়েন্ট স্কোর করে শঙ্কর সোনা জেতেন। একটি সোনা সহ মোট ৫টি পদক জিতে চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করেছে ভারত। পদক তালিকায় ভারত ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছে।

বাগানে রানওয়াডে

চোট পেয়ে পুরো মরসুমরে জন্য ছিটকে যাওয়া আশিস রাইয়ের জায়গায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দিচ্ছেন আমে রানওয়াড়ে। তার সঙ্গে মোহনবাগানের চুক্তি ২০২৫-২৬ মরসুমরে শেষ পর্যন্ত। মহারাষ্ট্রের ফুটবলার আমে রানওয়াড়ে মূলত রাইট ব্যাক। ২৮ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার যোগ দেওয়ায় দলের রক্ষণে শক্তি বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সার্ভিসেস চ্যাম্পিয়ন

সার্ভিসেস জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অসমের ঢাকুয়াখানা ফুটবল স্টেডিয়ামে ফাইনালে সার্ভিসেস ১-০ গোলে কেরালাকে হারিয়ে দিয়েছে। খেলার অতিরিক্ত সময়ে অভিষেক পাওয়ার জয়সূচক গোলটি করেন। নির্ধারতি সময়ে খেলা গোলশূন্য ছিল। এই নিয়ে সার্ভিসেস ৮ম বার সন্তোষ ট্রফি জয় করলো।

ইস্টবেঙ্গলের জয়

ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ডেভলপমেন্ট ফুটবল লিগের ম্যাচে ইষ্টবেঙ্গল ১-০ গোলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কে পরাজিত করেছে। গোল করেছে রোমিন গোলদার।

সাফ জয়

নেপালের পোখরায় অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ।

চ্যাম্পিয়ন আরসিবি

দিল্লি ক্যাপিটালসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দ্বিতীয়বার মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভদোদরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে দিল্লি ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। অধিনায়ক জেমাইমা রড্রিগেজ ৫৭, লরা উলভার্ট ৪৪ রান করেন। রান তাড়া করতে নেমে আরসিবি ৪ উইকেট হারিয়ে ২ বল বাকি থাকতে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা ৮৭, জর্জিয়া ভল ৭৯ রান করেন। স্মৃতি মান্ধানা ম্যাচের ও গুজরাট জায়ান্টস এর সোফি ডিভাইন টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছেন।

ইউসেফ লাল হলুদে

স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইউসেফ ইজ্জেজ্জারিকে ১ বছরের জন্য সই করালো লাল হলুদ। ৯ নম্বর জার্সিতে দেখা যাবে তাঁকে। বড় চেহারার ফরোয়ার্ডের এরিয়েল বলে দক্ষতা ভাল। তাঁর সংযোজনে ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকিং বিভাগ আরও শক্তিশালী হবে ও মাঠে নেমে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে স্প্যানিয়ার্ডের। কলকাতার প্রধানে যোগ দিতে পেরে খুশি ৩২ বছরের ফরোয়ার্ড।

জম্মু কাশ্মীরের বাধা টপকাতে মরিয়া বাংলা

সুমনা মণ্ডল: সুদীপ ঘরামির ব্যাট হাতে অনন্য কীর্তি। অন্ধ্রপ্রদেশ পাহাড় ডিঙোনোর সাহস দেখাতে পারেনি। এরপর শাহবাজের ঘূর্ণি বোলিং। পথ আরও দুর্গম হয়ে উঠেছিল অন্ধ্রের ব্যাটারদের জন্য। অবশেষে ৫ম দিনে হার স্বীকার। ইনিংস ও ৯০ রানে ঝকঝকে জয় বাংলার। তাতেই রঞ্জির কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে ফেলল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে বাংলা। যার জেরে বহুদিন পর রঞ্জি জয় স্বপ্ন দেখছে বাংলার ক্রিকেটাররা। এবার সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর।

প্রথম ইনিংসে অন্ধ্রপ্রদেশ ২৯৫ রান তোলে। সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশকে থামাতে বল হাতে জ্বলে ওঠেন মুকেশ কুমার, আকাশদীপ। ৬৬ রান খরচ করে ৫ উইকেট মুকেশ, ৭৯ রান খরচ করে ৪ উইকেট নেন আকাশ দীপ। অন্যটি নেন মহম্মদ শামি। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্জয়ে পড়ে বাংলা। ৫০ রান তোলার আগেই ৩ উইকেট হারায় বাংলা। ১৫০ রানের মধ্যে ৫ উইকেট। যখন বিপদে দল, তখনই ত্রাতা হয়ে ওঠেন সুদীপ কুমার ঘরামি। ৫৯৬ বল খেলে ২৯৯ রান করেন। এর সঙ্গে সুমন্ত গুপ্তর ৮১ রান ও শাকির হাবিব গান্ধীর ৯৫ রান করে মহামূল্যবান সঙ্গ দেন সুদীপকে। শেষ দিকে আবার ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন মহম্মদ শামি। তিনি ৩৩ বলে ৫৩ রান করেন। সব নিয়ে ৬২৯ রান তোলে অভিমন্যু ঈশ্বরনের দল।

চতুর্থ দিনে ৬৪ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায় অন্ধ্রর। তখনই বোঝা গিয়েছিল খেলা কোন পথে এগোচ্ছে। বাংলার যদিও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে আগেই ড্র হলেও সেমিফাইনাল কনফার্ম হয়ে গিয়েছিল। তবু শেষদিন ৭ উইকেট তুলে নিয়ে সরাসরি জয়ের স্বপ্ন দেখে বাংলা দল। ৪ উইকেট নেন শাহবাজ। জোড়া উইকেট শিকার করেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। একটি করে উইকেট পেয়েছেন আকাশ দীপ, সুমন্ত গুপ্ত, অনুষ্টুপ মজুমদার। নীতীশ রেড্ডির ৯০ রানের ইনিংস কিছুটা লড়াই করলেও অন্ধ্র হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অন্ধ্রর ইনিংস শেষ হয় ২৪৪ রানে। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে সেমিফাইনাল। কল্যাণীতে বাংলা মুখোমুখি হবে জম্মু ও কাশ্মীরের।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ, বিনা পয়সায় খেলবে টিম লাল হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সংকট মোচনের নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। অতীতে একবার শ্রী সিমেন্ট আর একবার ক্লাবের বর্তমান ইনভেস্টর ইমামি গোষ্ঠীকে এনে শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাবের আইএসএল নিশ্চিত করেন মমতা। আর এবারে যখন আইএসএলে ইনভেস্টর ইমামি খরচ কমাতে যুবভারতীর বদলে কিশোর ভারতীতে খেলার কথা ঘোষণা করেন সমর্থকরা বিচলিত হন। প্রথমত, কিশোর ভারতীর দূরত্ব জেলা শহরতলি মানুষের কষ্ট কর এছাড়া কিশোর ভারতীর দর্শকসংখ্যাও কম। ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার এরপর বলেছিলেন, আমরা সমর্থকদের ক্লাব। আইএসএলের ম্যাচের জন্য সমর্থকরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিল। কিশোর ভারতীতে খেললে সবাইকে টিকিট দেওয়া সম্ভব হবে না। যদি সমর্থকরা মাঠে যেতে না পারে, তাহলে আমাদের কর্মসমিতির কেউ মাঠে যাব না।' সমর্থকদের কথা ভেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়। এরপর ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ফুটবলপ্রেমীরা সুখবর পেল। ইস্টবেঙ্গলকে নিখরচায় যুবভারতীতে খেলার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উজ্জ্বল ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা

সুমন সরদার : টি-২০ বিশ্বকাপ মানেই শুধু বড় দলগুলোর লড়াই নয় বরং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রতিভার মিলনমেলা। এবারের টি-২০ বিশ্বকাপে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন দেশের জার্সিতে খেলছেন একাধিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার। কেউ জন্মসূত্রে ভারতীয়, কেউ আবার ভারতীয় পরিবারে জন্ম নিয়ে বড় হয়েছেন বিদেশে। কিন্তু মাঠে নামলে তাঁদের পারফরম্যান্সে স্পষ্ট ছাপ ফেলছে ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতি।

শুধুমাত্র নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা নয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওমান, নেপাল, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মতো দলেও দেখা যাচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের সক্রিয় উপস্থিতি। নিউজিল্যান্ড দলের হয়ে অন্যতম আলোচিত নাম রাচিন রবীন্দ্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই তরুণ অলরাউন্ডার ব্যাট-বল দু'দিকেই দলের গুরুত্বপূর্ণ ভরসা হয়ে উঠেছেন। বড় মঞ্চে তাঁর আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং নিউজিল্যান্ডের মাঝের সারিকে শক্তিশালী করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ভারতের বংশধারার প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন কেশব মহারাজ। অভিজ্ঞ এই বাঁ-হাতি স্পিনার টি-২০ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং আক্রমণের অন্যতম স্তম্ভ। চাপের মুখে নিয়ন্ত্রিত বোলিং তাঁর বড় শক্তি। অন্যদিকে, সহযোগী দেশগুলোর দলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের অবদান আরও চোখে পড়ার মতো। নেপাল, ইউএই, ওমান বা কানাডার মতো দলে এই ক্রিকেটাররাই অনেক সময় মূল ভরসা। ব্যাটিংয়ে ধৈর্য, স্পিন বোলিংয়ে বৈচিত্র্য এবং মাঠে তীক্ষ্ণ ক্রিকেট-বুদ্ধি—সব মিলিয়ে তাঁরা নিজেদের দলের শক্তি বাড়িয়েছেন।

সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের উপস্থিতি আরও বেশি চোখে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র দলের অধিনায়ক ও উইকেটকিপার ব্যাটার মোনাঙ্ক প্যাটেল এবং পেসার সৌরভ নেত্রাভালকর—দু'জনেই ভারতের ক্রিকেট কাঠামোতে বড় হয়ে ওঠা ক্রিকেটার। তাঁদের নেতৃত্ব ও পারফরম্যান্স যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটকে বিশ্ব মঞ্চে পরিচিতি দিয়েছে। এছাড়াও দলের গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় বংশোদ্ভূত সদস্য গুলি হল মিলিন্দ কুমার ও, হারজিৎ সিং, শুভম রঞ্জন, স্মিত পাটেল, ইত্যাদি।

কানাডা দলের হয়ে খেলছেন হার্শ ঠাকুর, দিলপ্রীত বাজুয়া, অংশ পাটেল, নবনীত ধালিওয়াল যাঁরাও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ব্যাটিং, বোলিং ও অলরাউন্ড দক্ষতায় দলের ভারসাম্য রক্ষা করছেন। এছাড়াও আরবের আয়ুষ শর্মা নিজের ক্রিকেটিং দক্ষতার কারণে দলে নিজের এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বানিয়েছে। সব মিলিয়ে এইবারের টি-২০ বিশ্বকাপে সমস্ত দল মিলিয়ে মোট ৩০০ টি খেলোয়ারের মধ্যে ৫৫ জন খেলোয়াড় ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের শক্তিশালী ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামো ও ক্রিকেট-পাগল সংস্কৃতির প্রভাবই এর মূল কারণ। বহু খেলোয়াড় ছোটবেলায় ভারতে বা ভারতীয় কোচিং পরিবেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আবার অনেকেই ভারতীয় পরিবারের ক্রিকেটপ্রেমী আবহে বড় হয়েছেন, যা তাঁদের খেলায় আলাদা মানসিক দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। এই প্রবণতা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক নতুন বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয়। টি-২০-এর মতো সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সীমান্তের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিভা আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটাররা এখন শুধু ভারতের পরিচয়ে নয়, বরং বিশ্ব ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন।

র‍্যাপিড চেস টুর্নামেন্টে গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নজরুল মঞ্চ এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে এমএলএ কাপ অল বেঙ্গল ১ দিনের র‍্যাপিড চেস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নজরুল মঞ্চে খেলায় প্রায় ১১০ জনের উপর প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এলাকায় প্রথম অনুষ্ঠিত এত বড় টুর্নামেন্টে এই সাফল্যতে খুশি বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, গ্রামীন এলাকায় দাবার প্রসার ঘটাতে দিব্যেন্দু বাবুরা যে

উদ্যোগ নিয়েছেন তার প্রশংসা করছি। প্রথমে ভেবেছিলাম বেশি লোক হবে না। পরে দেখলাম ১১০ জনের বেশি অংশগ্রহণ করেছেন এই খেলায়। ক্রিকেট ফুটবলের প্রসার তো আছেই সর্বত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি এভাবে গ্রাম-বাংলায় দাবার প্রসার বাড়ুক আমি সেটা চাই। প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত খেলায় হাজরি ছিলেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। এ প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু বলেন, গ্রামীন এলাকাতে দাবার যাতে টুর্নামেন্ট হয় আমরা চেষ্টা করছি। যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলো যারা শিখছে তাদের এই টুর্নামেন্ট অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেও মত তার। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি।

ভবিষ্যৎ তারকা তৈরির লক্ষ্যে কোচের নিবিড় প্রশিক্ষণ

পার্থ কুশারী : সকালের নরম রোদ আর শিশির ভেজা ঘাস। এরই মাঝে অগ্রণী সংঘের মাঠে চলছে এক অন্যরকম প্রস্তুতি। বলের সাথে খুঁদে ফুটবলারদের সখ্যতা গড়ে তুলতে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কোচ রাহুল মণ্ডল ও গৌতম চক্রবর্তী(ব্যায়রন)। আগামীর ফুটবলের তারকা তৈরি করাই এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। স্থানীয় খুঁদে ফুটবলারদের নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী কোচিং ক্যাম্পে আয়োজন করেছে অগ্রণী সংঘ। সপ্তাহে ৪ দিন, মূলত সকাল ৭ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত। আবার বিকেলে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কোচের নির্দেশনায় চলছে শারীরিক কশরত, বল কন্ট্রোল, ড্রিবলিং এবং পাসের অনুশীলন। কোচ রাহুলবাবু জানান, ওদের

বয়স কম, তাই টেকনিক শেখানোর পাশাপাশি খেলার প্রতি আনন্দ বজায় রাখা জরুরি। এখানে অনুধর্ব ১০ এবং অনুধর্ব ১২ এই দুই বিভাগে ৩০ জন খুঁদে ফুটবলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। অনুশীলন শিবিরে অংশগ্রহণকারী এক খুঁদে ফুটবলার বলে, কোচ স্যার খুব ভালো শেখান। আমি বড় হয়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চাই। স্থানীয় বাসিন্দারাও আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রশিক্ষণ থেকে ভবিষ্যতে ভালো ফুটবললার উঠে আসবে।

শুভাশিস মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলে মেহেরাজুদ্দিন ওয়াডুর উপরেই ভরসা রেখেছে মডমেডান। তবে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ শুরু করার আগে এক বাঙালি গোলকিপার কোচের হাতে দায়িত্ব দিল ময়দানের এই প্রধান। তিনি শুভাশিস রায়চৌধুরী। নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে ময়দানের এই তৃতীয় প্রধান। এরমধ্যেই তিনি যোগ দিয়েছেন দলের অনুশীলনে। বলাবাহুল্য, এবারের বেঙ্গল সুপার লিগে সুন্দরবন অটো এফসির গোলরক্ষক কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। আসন্ন আইএসএলের আগে জাতীয় দলের এই প্রাক্তন গোলরক্ষকের উপরেই ভরসা রাখল সাদা কালো ব্রিগেড।

চন্দননগরে ইন্ডোর স্টেডিয়াম উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরে বহুদিন ধরে ক্রীড়া প্রেমীদের আশা ছিল একটা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের, যেখানে ভলিবল টেনিস বা ব্যাডমিন্টন খেলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হোক। ১১ ফেব্রুয়ারি সেই আশা পূর্ণ হল। চন্দননগরে ১ নম্বর ওয়ার্ডে বিবিরহাট চড়ক তলায় ৫ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছলিনে হুগলির সাংসদ অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন এবং উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী এবং ডেপুটি মেয়র মুন্না আগারওয়াল। এতে সাংসদ তহবিল থেকে ৭৯ লাখ ২৭ হাজার এবং বিধায়ক

তহবিল থেকে ৫৭ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী, স্বপন সাহারায় প্রাক্তন অ্যাথলেটিক অরুণ গুপ্ত, শান্তি নন্দী, কাউন্সিলর শুভজিৎ সাউ কাউন্সিলর হিরণময় চ্যাটার্জী প্রমুখ।

মোহন সমর্থকের বাড়িতে সবুজ-মেরুন রঙের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৈদ্যবাটী পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে নতুনপাড়া এলাকায় ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় ক্লাব

মোহনবাগানের লোগো সমেত সবুজ-মেরুন রঙ করে বাড়ি তৈরি করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন ঘোষ পরিবার। এই বাড়িটির ডিজাইন করেছেন পঙ্কজ বেলেল। সেই বাড়ির ছবি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বাড়িটির মালিক সুব্রত ঘোষ। তিনি রাজ্য সরকারি কর্মী। তাঁরই একমাত্র ছেলে শুভজিৎ ঘোষ একজন অন্ধ মোহনবাগান সমর্থক। অবশ্য সে একাই নন, পুরো পরিবারই মোহনবাগান ক্লাবের কট্টর সমর্থক। পরিবারে তিনজন সদস্য রয়েছেন বাবা সুব্রত, মা ছায়াদেবী ও ছেলে শুভজিৎ। খেলার দিন সকলে প্রচণ্ড টেনশনে থাকেন। এমনকি খেলার দিন সকালে মন্দিরে পুজোপাঠও করেন। তারপর সন্ধ্যায় টেলিভিশনের পর্দায় টানটান উত্তেজনায় চোখ রাখেন। তাঁদের আদি বাড়ি কলকাতার বরাহনগরে। ২০০২ সালে সপরিবারে বৈদ্যবাটীতে চলে আসেন। ২০০৬ সালে ক্লাস ফাইভ-এ পড়াকালীন বাবার হাত ধরে মোহনবাগান মাঠে যাওয়া শুরু করেন শুভজিৎ। মোহনবাগান যেদিন বড়দলের কাছে জয়লাভ করে সেদিন বাড়িতে আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যায়। আবার উল্টোদিকে যেদিন তাঁর প্রিয় দল পরাজিত হয় সেদিন বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া একপ্রকার বন্ধ থাকে। সে বৈদ্যবাটী-শেওড়াফুলি মোহনবাগান মেরিনার্স দলের একনিষ্ঠ সদস্য। ১৩৭ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ গঙ্গার পাড়ের মোহনবাগান ক্লাবটি তাঁর কাছে মন্দির। ইতিমধ্যেই তাঁর বান্ধবী শ্রমণা নন্দী— সে বৈদ্যবাটী হাতিশালা ঘাটের কাছে থাকে, সেও মোহনবাগান অন্তপ্রাণ। সেও মোহনবাগানের খেলা থাকলে সল্টলেক স্টেডিয়ামে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তারা গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে। দু'জনেই ফুটবল প্রেমী আবার দু'জনেই একই ক্লাবের ভক্ত। সেই কারণে দু'জনের রক্তের রং সবুজ-মেরুন। খুব শীঘ্রই আইএসএল ফুটবল লিগের খেলায় তাঁরা মাঠে হাজির হবেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com